ভাব্‌বার কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

বৈশাখ. ১৩২০

সূচীপত্র।

ভাব্‌বার কথা।

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ। *

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

---

* এই প্রবন্ধটি "হিন্দুধর্ম্ম কি" নামে ১৩০৪ সালে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসবের সময় পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভাব্‌বার কথা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া, দেশকালপাত্র-ভেদে অধিকভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণন-মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন ; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, এই সকল ভাব-বিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও কর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং সতত-বিবদ-মান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্ব্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও

বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্ব-দৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি-বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে, ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এই জন্য, বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্ম-শিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে

ভাব্‌বার কথা।

বিগতাময় হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান্ হইতেছে—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাব-সমষ্টি অধিকারি-হীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান্ মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শন-স্বরূপ, শ্রীভগবান্, পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাব-সমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যা-সহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে

…বার কথা।

ভা…

…াহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া, এই মহাযুগচক্র-পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

বাঙ্গালা ভাষা।

[১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ-পরিচালিত উদ্বোধন পত্রের সম্পাদককে স্বামীজি যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত।]

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখ্‌বার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখ্‌বার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং

[illegible]বারার কথা।

ভা

পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ব-বিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে ক'র্‌তে হবে—যেন সাফ্‌ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল—নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'র্‌বো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে প'ড়্‌ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্বপশ্চিম, যে দিক্‌ হ'তেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌ ভাষা লিখ্‌তে হবে।

যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কল্‌কেতার ভাষাই চ'ল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক ক'র্‌তে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ ক'র্‌বেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষ্যাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরাণো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়; ম'রে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত

ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম্—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ ক'রে—"রাজা আসীৎ" !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়াটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থাম্‌গুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষুসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধুম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে,—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝ্‌তে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম্! সে কি আঁকা বাঁকা ডামা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এ গুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝ্‌বে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন,—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাযের নয়। এখন বুঝ্‌বে যে, জাতীয় জীবনে যেমন

যেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সৌন্দর্য ও প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াবে৷ দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আস্‌বে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখ্‌লেই ভক্তি হবে, গহনাপরা মেয়েমাত্রই দেবী ব'লে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্‌ ক'র্‌বে।

———

বর্ত্তমান সমস্যা।

[উদ্বোধনের প্রস্তাবনা।]

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্ব্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজা রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্র হয়ত প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি—নানাভাবপরিচালিত—একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতেই নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে—তাহার প্রতি পদ-বিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তর-ব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে

রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি, মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা মেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে, শনৈঃপদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত দেশবিশেষ-নিবাসী একটি বিরাট্ জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এ সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে, যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে,

যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে—সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির—চিন্তারাশির—উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় সূত্রে, ভারতীয়চিন্তা-রুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।

হয়ত আমাদের ভাগে সার্ব্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্রদেশে, অল্পসংখ্যক অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ু-পেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজনাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্য্যশালী জাতি এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্য্যাদি

শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেল-প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমন কি, একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্ব্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং যখনই ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর-সুপ্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক-উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর

ভা...বার কথা ...থা।

যেথায় চি...

দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্দ্ধভূভাগ লক্ষ... ঈশাদিনামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্ব্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীরচিন্তা, অপরের অদম্যকার্য্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্ব্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ব্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণ-লাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্ত্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্ত্তমান।

ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বল-কারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারত-বাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফূরণ হইবে।

প্রস্ফূরিত হইয়া কি হইবে ?

পুনর্ব্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্ত্তির পুনরুদ্দীপন হইবে ? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্ব্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে ? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে ? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে ? —গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে ? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে অথবা পাঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে

তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্ম্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃপ্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমন কি, একই দেশে, জাতি এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।

সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্ম-বিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূর-কর্ম্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও 'ই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা

ভাব্‌বার কথা।

কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে; সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্ব-ধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করি

রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনের" জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—

এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে—আসাধারণ—সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক্ হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান্, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

কত পর্ব্বতশিখর হইতে কত চিরহিমনদী, কত উৎস,

ভাব্‌বার কথা।

কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল স্থর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বিমস্তিষ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া—নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ-কোলাহল, রুধির-পাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে—এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত-জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই বাহু-বাগাড়ম্বরসত্ত্বেও, নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচার গুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিঃস্বার্থভাবে ওসনে পূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "উদ্বোধন" সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে, এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়-গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া, সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।

জ্ঞানার্জ্জন।

ব্রহ্মা—দেবতাদিগের প্রথম ও প্রধান, শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞান প্রচার করিলেন; উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কালচক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ—জিনের প্রাদুর্ভাব হয় ও তাঁহাদের হইতে মানব সমাজে জ্ঞানের পুনঃপুনঃ স্ফূর্ত্তি হয়; সেই প্রকার বৌদ্ধমতে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধনামধেয় মহাপুরুদিগের বারংবার আবির্ভাব; পৌরাণিকদিগের অবতারের অবতরণ, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষরূপে, অন্যান্য নিমিত্ত অবলম্বনেও; মহামনা স্পিতামা জরতুষ্ট্র জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন; হজরৎ মুশা, ঈশা ও মহম্মদও তদ্বৎ অলৌকিক উপায়শালী হইয়া, অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানব-সমাজে প্রচার করিলেন।

কয়েক জন মাত্র জিন হন, তাহা ছাড়া আর কাহারও জিন হইবার উপায় নাই, অনেকে মুক্ত হন মাত্র; বুদ্ধ নামক অবস্থা সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন, ব্রহ্মাদি—পদবীমাত্র, জীবমাত্রেরই হইবার সম্ভাবনা; জরতুষ্ট্র, মুশা, ঈশা, মহম্মদ—লোক-বিশেষ, কার্য্যবিশেষের জন্য

অবতীর্ণ; তদ্বৎ পৌরাণিক অবতারগণ—সে আসনে অন্যের দৃষ্টিনিক্ষেপ বাতুলতা। আদম ফল খাইয়া জ্ঞান পাইলেন, 'মু' (Noah) জিহোবাদেবের অনুগ্রহে সামাজিক শিল্প শিখিলেন। ভারতে সকল শিল্পের অধিষ্ঠাতা—দেবগণ বা সিদ্ধপুরুষ; জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই অলৌকিক পুরুষদিগের কৃপা। 'গুরু বিন্ জ্ঞান নহি'; শিষ্য-পরম্পরায় ঐ জ্ঞানবল গুরু-মুখ হইতে না আসিলে, গুরুর কৃপা না হইলে, আর উপায় নাই।

আবার দার্শনিকেরা—বৈদান্তিকেরা—বলেন, জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে? সুকর্ম্মের দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে, তাহা কাটিয়া যায় মাত্র। অথবা ঐ 'স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্ফারিত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা, ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা, অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ—ইহাও পড়া যায়।

আধুনিকেরা অপরদিকে, অনন্তস্ফূর্ত্তির আধারস্বরূপ

মানব-মন দেখিতেছেন, উপযুক্ত দেশকালপাত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়াবান্‌ হইতে পারিলেই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহাই সকলের ধারণা। আবার দেশকালের বিড়ম্বনা পাত্রের তেজে অতিক্রম করা যায়। সৎপাত্র, কুদেশে, কুকালে পড়িলেও বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শক্তির বিকাশ করে। পাত্রের উপর, অধিকারীর উপর যে সমস্ত ভার চাপান হইয়াছিল, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। সেদিনকার বর্ব্বর জাতিরাও যত্নগুণে সুসভ্য ও জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে—নিম্নস্তর উচ্চতম আসন অপ্রতিহত গতিতে লাভ করিতেছে। নরামিষ-ভোজী পিতামাতার সন্তানও সুবিনীত, বিদ্বান্‌ হইয়াছে, সাঁওতাল বংশধরেরাও ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালির পুত্রদিগের সহিত বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে। পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা ঢের কমিয়া আসিয়াছে।

একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাগত পথে তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে, ঐ খাজানা পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য। যাঁহাদের এপ্রকার পূর্ব্ব-

পুরুষ নাই, তাঁহাদের উপায়? কিছুই নাই। তবে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয়, উত্তর দিলেন—আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃতফলে আগামী জন্মে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।—আর এই যে আধুনিকেরা বহুবিদ্যার আবির্ভাব করিতেছেন—যাহা তোমরা জান না এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জানিতেন, তাহারও প্রমাণ নাই? পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন বৈকি, তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ—।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা এ সকল কথায় আস্থা প্রকাশ করেন না।

অপরা ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত, আধি-ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত, একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে, এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সে বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থা-ভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন-ভেদ, বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত।

"জ্ঞান-মাত্রেই পুরুষ-বিশেষের দ্বারা অধিকৃত, এবং ঐ সকল বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর বা প্রকৃতি বা কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট

হইয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করেন; তদ্ভিন্ন কোনও বিষয়ে জ্ঞান-লাভের আর কোন উপায় নাই," এইটি স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, সমাজ হইতে উদ্যোগ উৎসাহাদি অন্তর্হিত হয়, উদ্ভাবনী শক্তি চর্চ্চাভাবে ক্রমশঃ বিলীন হয়, নূতন বস্তুতে আর কাহারও আগ্রহ হয় না, হইবার উপায়ও সমাজ ক্রমে বন্ধ করিয়া দেন। যদি ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষবিশেষগণের দ্বারায় মানবের কল্যাণের পন্থা অনন্ত কালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে, সেই সকল নির্দ্দেশের রেখা-মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ হইবার ভয়ে সমাজ কঠোর শাসন দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐ নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি সমাজ এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, তবে মনুষ্যের পরিণাম, যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই যদি অগ্র হইতে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তবে চিন্তা-শক্তির পর্য্যালোচনার আর ফল কি? ক্রমে ব্যবহারের অভাবে উদ্ভাবনী-শক্তির লোপ ও তমোগুণপূর্ণ জড়তা আসিয়া পড়ে; সে সমাজ ক্রমশই অধোগতিতে গমন করিতে থাকে।

অপরদিকে, সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দেশবিহীন হইলেই যদি কল্যাণ হইত, তাহা হইলে চীন, হিন্দু, মিশর, বাবিল, ইরাণ, গ্রীস, রোম ও তাহাদের বংশধরদিগকে ছাড়িয়া সভ্যতা

ও বিচ্যাশ্রী, জুলু, কাফ্রি, হটেণ্টট্, সাঁওতাল, আন্দামানি ও অষ্ট্রেলীয়ান্ প্রভৃতি জাতিগণকেই আশ্রয় করিত।

অতএব মহাপুরুষদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথেরও গৌরব আছে, গুরু-পরম্পরাগত জ্ঞানেরও বিশেষ বিধেয়তা আছে, জ্ঞানের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বও একটি অনন্ত সত্য। কিন্তু বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, ভক্তেরা মহাজন-দিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্য্য-স্মরণেই কালাতিপাত করে, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বপুরুষদিগের পদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া যায়, এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ দুর্ব্বলতাই শক্তিহীন গর্ব্বিত হৃদয়কে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব-ঘোষণারূপ জীবনাধার-মাত্র অবলম্বন করিতে শিখায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা সমুদায়ই জানিতেন, কাল-বশে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই লোপ হইয়া গিয়াছে, একথা সত্য হইলেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ লোপের কারণ, পরবর্ত্তীদের নিকট ঐ লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান; নূতন উদ্যোগ করিয়া পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিয়া, তাহা আবার শিখিতে হইবে।

ভাব্‌বার কথা।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে বিশুদ্ধচিত্তে আপনা হইতেই স্ফুরিত হয়, তাহাও চিত্তশুদ্ধিরূপ বহু আয়াস ও পরিশ্রম-সাধ্য। আধিভৌতিক জ্ঞানে, যে সকল গুরুতর সত্য মানব-হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেগুলিও সহসা উদ্ভূত দীপ্তির ন্যায় মনীষীদের মনে সমুদিত হইয়াছে; কিন্তু বন্য অসভ্য মনুষ্যের মনে তাহা হয় না—ইহাই প্রমাণ যে, আলোচনা ও বিদ্যাচর্চ্চারূপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ।

অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জ্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।

মহাপুরুষত্ব, ঋষিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক-বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্ব্বজীবের মধ্যে আছে, উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদিসহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একবার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্ব্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায় সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগ-প্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।

পারি-প্রদর্শনী।*

কয়েক দিবস যাবৎ পারি (Paris) মহাদর্শনীতে "কংগ্রে দ'লিস্তোয়ার দে রিলিজিঅঁ" অর্থাৎ ধর্ম্মেতিহাস নামক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় অধ্যাত্ম-বিষয়ক এবং মতামত সম্বন্ধী কোনও চর্চ্চার স্থান ছিল না, কেবল মাত্র বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসকলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো-মহাসভা এক বিরাট্ ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্ম্মপ্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় জন কয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি-বিষয়ক চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়, বিশেষ উৎসাহে, যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা—প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র খৃষ্টান জগৎ

---

* পারি-প্রদর্শনীতে স্বামীজির এই বক্তৃতাদির বিবরণ স্বামীজি স্বয়ংই লিখিয়া উদ্বোধনে পাঠাইয়াছিলেন।

ভাব্‌বার কথা।

—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-বর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা কীর্ত্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায় খৃষ্টান সম্প্রদায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎ-সাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার বিশেষ বিরোধী। ফ্রান্স—ক্যাথলিক-প্রধান; অতএব যদিও কর্ত্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক-জগতের বিপক্ষতায়, ধর্ম্মসভা করা হইল না।

যে প্রকার মধ্যে মধ্যে Congress of orientalists অর্থাৎ সংস্কৃত, পালী, আরব্যাদি ভাষাভিজ্ঞ বুধ-মণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, উহার সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রত্নতত্ত্ব যোগ দিয়া, পারিতে এ ধর্ম্মেতিহাস-সভা আহূত হয়।

জম্বুদ্বীপ হইতে কেবলমাত্র দুই তিন জন জাপানি পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ।

বৈদিক ধর্ম্ম—অগ্নি সূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড় বস্তুর আরাধনা-সমুদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃত-জ্ঞের মত।

স্বামী বিবেকানন্দ, উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য, পারিধর্ম্মেতিহাস সভা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন, এবং

তিনি উক্ত বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন প্র। বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু শারীরিক প্রবল অসুস্থতা-নিবন্ধন তাঁহাভু প্রবন্ধ লেখা ঘটিয়া উঠে নাই; কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। উপস্থিত হইলে, ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; উঁহারা ইতিপূর্ব্বেই স্বামীজির রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট-নামক এক জর্ম্মান্ পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি "যোনি" চিহ্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বৎ শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোনি পূজার অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতদ্বয়ের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা-সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু শালগ্রাম-সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক।

স্বামীজি বলেন যে, শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ব-বেদসংহিতার যূপ-স্তম্বের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে;

ভাব্‌বার কথা।

—হিন্দুক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বর্গপ্রকার যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গজটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি, ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহ্মত্ব-মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লিঙ্গাদি পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও শ্রীশঙ্করের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে হইতে পারে যে, বৌদ্ধাদির প্রাদুর্ভাব কালে বৌদ্ধস্তূপ-সমাকৃতি দরিদ্রার্পিত ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারক স্তূপও সেই স্তম্ভে অর্পিত হইয়াছে। যে প্রকার অদ্যাপি ভারত-খণ্ডে কাশ্যাদি তীর্থস্থলে অপারক ব্যক্তি অতি ক্ষুদ্র মন্দিরা-কৃতি উৎসর্গ করে, সেই প্রকারে বৌদ্ধেরাও ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করিত।

বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপমধ্যস্থ শিলা-করণ্ডমধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শাল-গ্রাম শিলা উক্ত অস্থিভস্মাদি রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক

প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া, বৌদ্ধ মতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অপিচ নর্ম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল-প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতি অশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্ব্বাচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময় সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধ তন্ত্রসকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।

অন্য এক বক্তৃতা স্বামীজি ভারতীয় ধর্ম্মমতের বিস্তার বিষয়ে দেন। তাহাতে বলা হয় যে, ভারতখণ্ডের বৌদ্ধাদি সমস্ত মতের উৎপত্তি বেদে। সকল মতের বীজ তন্মধ্যে প্রোথিত আছে। ঐ সকল বীজকে বিস্তৃত ও উন্মীলিত করিয়া বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মও ঐ সকলের বিস্তার—সমাজের বিস্তার ও সঙ্কোচের সহিত কোথাও বিস্তৃত, কোথাও অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইয়া বিরাজমান আছে। তৎপরে স্বামীজি শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের

বলেন যে, যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্ব উদ্ঘাটনের সহিত প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিংবদন্তী সমস্ত সত্য। বৃথা প্রবন্ধ কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিংবদন্তীর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত মোক্ষমুলর এক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক না কেন, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণ হইবে যে, কোনও গ্রীক্ সংস্কৃত ভাষা জানিত, ততক্ষণ প্রমাণ হইল না যে, ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস্ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা, গ্রীক্ জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া, এবং গ্রীক্রা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে—গ্রীক্-সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতিসাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীক্দের বিদ্যার ছায়া!!

এক "ম্লেচ্ছা বৈ যবনাস্তেষু এষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে......"

এই শ্লোকের উপর পাশ্চাত্যেরা কতই না কল্পনা চালাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কি প্রকারে প্রমাণীকৃত

হইল যে, আর্য্যেরা ম্লেচ্ছের নিকট শিখিয়াছেন ; ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উক্ত শ্লোকে আর্য্যশিষ্য-ম্লেচ্ছদিগকে উৎসাহবান্ করিবার জন্য বিদ্যার আদর প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, "গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত, কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ ?" আর্য্যদের প্রত্যেক বিদ্যার বীজ বেদে রহিয়াছে। এবং উক্ত কোনও বিদ্যার প্রত্যেক সংজ্ঞাই বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ সকলে পর্য্যন্ত দেখান যাইতে পারে। এ অপ্রাসঙ্গিক যবনাধিপত্যের আবশ্যকতাই নাই।

তৃতীয়তঃ, আর্য্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীক্‌সদৃশ শব্দ সংস্কৃত হইতে সহজেই ব্যুৎপন্ন হয় ; উপস্থিত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া, যাবনিক ব্যুৎপত্তির গ্রহণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে কি অধিকার, তাহাও বুঝি না।

ঐ প্রকার কালিদাসাদি-কবিপ্রণীত নাটকে যবনিকা শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে, প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্য্যনাটক গ্রীক্‌নাটকের সদৃশ কি না ? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক-রচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক

ভাব্‌বার কথা।

জগতে তাহার কস্মিন্‌কালেও বর্ত্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক্ কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক্ যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্য্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্য্যনাটকের আর এক।

আর্য্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক্ নাটকে আদৌ ত নাই, বরং সেক্সপীয়র-প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে।

অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সেক্সপীয়র সর্ব্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

শেষ, পণ্ডিত মোক্ষমূলরের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণ হয় যে, কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক্ ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীক্ প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

তদ্বৎ আর্য্য-ভাস্কর্য্যে গ্রীক্‌প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।

স্বামীজি ইহাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণারাধনা বুদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন এবং গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন,—নবীন কোনও মতে নহে। গীতার ভাষা, মহাভারতের ভাষা, এক। গীতায় যে সকল বিশেষণ অধ্যাত্মসম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার

অনেকগুলিই বনাদি পর্ব্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হইলে, এমন ঘটা অসম্ভব। পুনশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই ; এবং গীতা যখন, তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্রও কেন করেন নাই ?

বুদ্ধের পরবর্ত্তী যে কোনও গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না। কথা, গল্প, ইতিহাস বা কটাক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমতের বা বুদ্ধের উল্লেখ প্রকাশ্য বা লুক্কাইতভাবে রহিয়াছে—গীতার মধ্যে কে সে প্রকার দেখাইতে পারেন ? পুনশ্চ গীতা ধর্ম্মসমন্বয় গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোনও মতের অনাদর নাই, সে গ্রন্থকারের সাদর বচনে এক বৌদ্ধ মতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ প্রদর্শনের ভার কাহার উপর ?

উপেক্ষা—গীতায় কাহাকেও নাই। ভয় ?—তাহারও একান্ত অভাব। যে ভগবান্ বেদপ্রচারক হইয়াও বৈদিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার বৌদ্ধমতে আবার কি ভয় ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রকার গ্রীক্ ভাষার এক

ভাব্বার কথা।

এক গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, সেই প্রকার এক এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর জীবন উৎসর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে। বিশেষতঃ, এ মহাভারত ভারতেতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা অত্যুক্তি নহে যে, এ পর্য্যন্ত উক্ত সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই।

বক্তৃতার পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেন, স্বামীজি যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজিকে আমরা বলি যে, সংস্কৃতপ্রত্নতত্ত্বের আঁর সেদিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজির সদৃশ এবং ভারতের কিংবদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি।

অন্তে বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় অন্য সকল বিষয়ে অনুমোদন করিয়া, এক গীতার মহাভারত-সমসাময়িকত্বে দ্বৈধমত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন যে, অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে।

অধিবেশনের লিপিপুস্তকে উক্ত বক্তৃতার সারাংশ ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইবে।

ভাব্‌বার কথা।

(১)

ঠাকুর দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে—বুঝি আদান প্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য—গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজি ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজি মন্দিরের পূজারী, পাহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ্‌ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণ-শালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজির কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায়, সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজির বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে"—হইল। তরুণ অরুণ কিরণ বর্ণ ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া, মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজি আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজির সাম্‌নে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, কর্ম্মবাড়ীর কড়া মাজার ন্যায় মর্ম্ম-স্পর্শী স্বরে—নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির

পিণ্ডীকরণ করিতেছে। সচ্চিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্ম্মাহত চোবেজি তীব্রবিরক্তি-ব্যঞ্জক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বলি, বাপুহে—ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার কর্‌ছ?" ক্ষিপ্র উত্তর এলো—"সুর তানের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজির মন ভিজুচ্চি।" চোবেজি—"হুঁ, ঠাকুরজি এমনই আহাম্মক কি না? পাগল তুই—আমাকেই ভিজুতে পারিস্ নি—ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু কর্‌বার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুসী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি? আমার কি আর কিছু কর্ত্তে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিট্‌কেল আওয়াজে বারম্বার ব'ল্‌তে পা'র্‌লেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত স্বরে জানানও আছে, যে তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির ডোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই

মিথ্যা। পার্শ্বচর দু' চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়্‌তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজি কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!

ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো ম'রে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সাম্‌নে বলবান্ দুর্ব্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী—"আত্মা মরেনও না, মারেনও না" এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থ-সাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম্ম ক'র্ত্তে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপিড়ি ক'র্‌লে জবাব দেন যে, পূর্ব্ব জন্মে ও সব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়্‌লে কিন্তু ভোলাপুরীর আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ পাপী

ভা···্বার কথা।

তখন পুরীজির মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্য জীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কেন মুহূর্ত্ত মাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়েও আহাম্মক ঠাওরেছেন।

বলি, রামচরণ! তুমি লেখা পড়া শিখ্‌লে না, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেসা ভাঙ্ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়্‌তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি? রামচরণ—"সে সোজা কথা মহাশয়—আমি সকলকে উপদেশ করি।"

রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?

---

(২)

লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারী ধূম। বড় মসজেদ্ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশ্‌নির বাহার দেখে কে! বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরাণী, ভি···দী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা, ছত্রিশ

বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখ্‌তে। লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাসেন হোঁসেনের নামে আর্ত্তনাদ গগন স্পর্শ ক'র্‌ছে—সে ছাতিফাটান মর্সিয়ার কাতরাণি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর-গ্রাম হইতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখ্‌তে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমীদারের হ'য়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্ গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ বেরঙ্গ সহর পসন্দ ঢঙ্গ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেব-দের স্পর্শ ক'র্‌তে আজও পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্ব্বদা শীকার ক'রে জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় ত ফটক পার হ'য়ে মসজেদ্ মধ্যে প্রবেশো-দ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ ক'র্‌লে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখ্‌ছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্ত্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী

ভাব্‌বার কথা।

ইয়েজিদের মূর্ত্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হাঁসেন হোঁসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, এ শোক-প্রকাশ। প্রহরী ভাব্‌লে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ মূর্ত্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ ত নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্ম্মের বিচিত্রগতি—উল্টা সমঝ্‌লি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদমূর্ত্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্গদস্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কায কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখ্‌ব? ভল্‌ বাবা অজিদ্‌, দেবতা তো তঁহি হ্যায়, অস্‌ মারো শারোকো কি অভিতক্‌ রোবত।" (ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদ্‌ছে !!)

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচ দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ত ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটী লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হোল,

আমিও ছুট্‌লুম্‌। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশত হাত, দুশ পেট, পাঁচশ ঠ্যাঙ্গওয়ালা মূর্ত্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বার-দেশে; আর ঐ যে বেদ বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্র সকল দেখ্‌ছ, ও মধ্যে মধ্যে শুন্‌লে হানি নাই, কিন্তু পাল্‌তে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম —তবে এ দেবদেবের নাম কি?—উত্তর এলো, এঁর নাম "লোকাচার।" আমার লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুর সাহেবের কথা মনে প'ড়ে গেল, "ভল্‌ বাবা 'লোকাচার' অস্‌ মারো" ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য্য—মহা পণ্ডিত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থি-চর্ম্মসার; বন্ধুরা বলে, তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হ'লে ঐ

ইহে চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক্, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটিই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ কোরে নবদ্বার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বুকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হোতে মায় কাদা পুনর্ব্বিবাহ দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্ত্তে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝ্‌তে পারে, তিনি এমনি সোজা কোরে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম্ম বুঝ্‌বার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চ্চা হচ্চে, লোকগুলো একটু চম্‌চমে হোয়ে উঠ্‌ছে, সকল জিনিষ বুঝ্‌তে চায়, চাক্‌তে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'র্‌ছি, তোমরা যেমন ছিলে, তেম্‌নি থাক। নাকে সরিষার তেল

ভ। শাঁহায়ক্তি।

দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের ভুলো না। লোকেরা ব'ল্‌লে—বাঁচলুম, কি বিপদ এসেছিল বাপু! উঠে ব'স্‌তে হবে, চ'ল্‌তে ফির্‌তে হবে, কি আপদ্‌!! "বেঁচে থাক্‌ কৃষ্ণব্যাল" বোলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর কর্ত্তে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যাল দলের আদর! "ভল্‌ বাবা 'অভ্যাস' অস্‌ মারো" ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি।

(সমালোচনা।)

অধ্যাপক ম্যাক্ষমুলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদসংহিতা পূর্ব্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপুল ব্যয়ে এবং অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে, এক্ষণে তাহা অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত হস্তলিপি পুঁথি—তাহারও অধিকাংশ অক্ষরগুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ—বিশেষ, মহাপণ্ডিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সেই অক্ষরের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় এবং অতি স্বল্পাক্ষর জটিল ভাষ্যের বিশদ অর্থ বোধগম্য করা কি কঠিন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্ষমুলারের জীবনে এই ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটি প্রধান কার্য্য। এতদ্‌-ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বসবাস, জীবন-যাপন; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, অধ্যাপকের কল্পনার ভারতবর্ষ—বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত, যজ্ঞ-ধূম-পূর্ণাকাশ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বহুল,

ঘরে ঘরে গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের নিয়মাবলী-পরিচালিত—তাহা নহে। বিজাতি-বিধর্ম্মি-পদদলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মাণ, আধুনিক ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদা জাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান, অধ্যাপকের পদযুগল কখনও ভারত-মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর রীতি-নীতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতে নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, আজীবন এদেশে বাস করিলেও অথবা এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও যে প্রকার সঙ্গ, সেই সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বিষয়ে, আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। বিশেষ, জাতিবিভাগে বিভক্ত এই বিপুল সমাজে এক-জাতির পক্ষে অন্য জাতির আচারাদি বিশিষ্টরূপে জানাই কত দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর লিখিত "ভারতাধিবাস"-নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি—"দেশীয় পরিবার-রহস্য"। মনুষ্যহৃদয়ে রহস্যজ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধ হয় ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে,

ভাব্বার

।র কথা।

ইফে

ম ।ংগ্লো-ইণ্ডিয়ান-দিগ্‌গজ, তাঁহার মেথর মেথরাণী ও মেথ-রাণীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতিবৃন্দের দেশীয়-জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং ঐ পুস্তকের আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সমাজে সমাদর দেখিয়া, লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ—আর বলি কি? তবে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে" ইত্যাদি। যাক্ অপ্রাসঙ্গিক কথা; তবে অধ্যাপক ম্যাক্ষমুলারের আধুনিক ভারতবর্ষের দেশদেশান্তরের রীতি নীতি ও সাময়িক ঘটনা-জ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।

বিশেষতঃ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায়, অধ্যাপকের লেখনী-মুখে প্রশংসিত বা নিন্দিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত-নামক পত্রদ্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশের প্রচার দেখিয়া এবং

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারপ্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাঠে, রামকৃষ্ণজীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। ইতিমধ্যে 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র লাইব্রেরিয়ান টনি মহোদয়-লিখিত রামকৃষ্ণচরিতও ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় * মুদ্রিত হয়। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক, নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি নামক ইংরাজি ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে—বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্ব্ব মনীষিগণের ও আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিদ্বদ্‌বর্গের প্রতিধ্বনিমাত্রকারী ভারতবর্ষে নূতন ভাষায় নূতন মহাশক্তি পরিপূরিত করিয়া, নূতন ভাবসম্পাতকারী নূতন মহাপুরুষ সহজেই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন। পূর্ব্বতন ঋষি মুনি মহাপুরুষদিগের কথা তিনি শাস্ত্র-পাঠে বিলক্ষণই অবগত ছিলেন; তবে এ যুগে, এ ভারতে—আবার তাহা হওয়া কি সম্ভব? রামকৃষ্ণজীবনী এ প্রশ্নের যেন মীমাংসা করিয়া দিল। আর ভারত-গত-প্রাণ মহাত্মার ভারতের ভাবী মঙ্গলের ভাবী উন্নতির আশা-লতার মূলে বারি সেচন করিয়া নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল।

* Asiatic Quarterly Review.

"ভাব্‌বার'
।র ক'থা।
ইহে'
।শ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা
-শিচত ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্ষমুলারের অপেক্ষা ভারত-হিতৈষী, ইউরোপখণ্ডে আছেন কি না জানি না। ম্যাক্ষমুলার যে শুধু ভারত-হিতৈষী তাহা নহেন—ভারতের দর্শন-শাস্ত্রে, ভারতের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা; অদ্বৈতবাদ যে, ধর্ম্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক সর্ব্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ, দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টীয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন; এমন কি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্ব জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা এবং পাছে ভারতে আসিলে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর সহসা-সমুপস্থিত পূর্ব্ব স্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, এই ভয়ই অধুনা ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে গৃহস্থ মানুষ, যিনিই হউন, সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যখন সর্ব্বত্যাগী উদাসীনকে অতি বিশুদ্ধ জানিয়াও লোকনিন্দিত আচারের অনুষ্ঠানে কম্পিত-কলেবর দেখা যায়, শূকরী-বিষ্ঠা মুখে বলিয়াও যখন প্রতিষ্ঠার লোভ, অপ্রতিষ্ঠার ভয়, মহা উগ্রতাপসেরও কার্য্যপ্রণালীর পরিচালক, তখন সর্ব্বদা

লোকসংগ্রহেচ্ছু বহুলোকপূজ্য গৃহস্থের যে অতি সাবধানে নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে কি বিচিত্রতা? যোগ-শক্তি ইত্যাদি গূঢ় বিষয় সম্বন্ধেও যে অধ্যাপক একেবারে অবিশ্বাসী, তাহাও নহেন।

"দার্শনিক-পূর্ণ ভারত-ভূমিতে যে সকল ধর্ম্ম-তরঙ্গ উঠিতেছে," তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ম্যাক্ষমুলার প্রকাশ করেন; কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় অনেকে "উহার মর্ম্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অত্যন্ত অযথা বর্ণন করিয়াছেন।" ইহা প্রতিবিধানের জন্য—এবং 'এসোটেরিক বৌদ্ধমত,' 'থিয়সফি' প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে ভারতবাসী সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যে সকল উপন্যাস ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদ-পত্র-সমূহে উপস্থিত হইতেছে, তাহারও মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে,"* ইহা দেখাইবার জন্য—অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে কেবল পক্ষী জাতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান, পদ-ভরে জলসঞ্চরণকারী, মৎস্যানুকারী জলজীবী, মন্ত্র-তন্ত্র-ছিটা-ফোঁটা-যোগে রোগাপনয়নকারী, সিদ্ধিবলে ধনীদিগের

---

* The Life and Sayings of Ramakrishna by Prof Max Muller PP. 1 and 2.

বংশরক্ষক, সুবর্ণাদি-সৃষ্টিকারী সাধুগণের নিবাস-ভূমি, তাহা নহে; কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ, প্রকৃত ব্রহ্মবিৎ, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত, যে ঐ দেশে একেবারে বিরল নহেন এবং সমগ্র ভারতবাসী যে এখনও এতদূর পশুভাব প্রাপ্ত হন নাই যে, শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত বাজিকরগণের পদলেহন করিতে আপামর সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত, ইহাই ইউরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্য—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগষ্টসংখ্যক নাইনটীন্থ সেঞ্চুরী নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্ষমুলার "প্রকৃত মহাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণচরিতের অবতারণা করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং উহার বিষয়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান্ হইয়াছেন। আর সুফল হইয়াছে কি ?—পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা এই ভারত-বর্ষ নরমাংস-ভোজী, নগ্ন-দেহ, বলপূর্ব্বক বিধবা-দাহন-কারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই ধারণার প্রধান সহায় পাদরী সাহেবগণ—ও বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, কতকগুলি আমাদের স্বদেশী।...এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে

দয়ে

একটি অন্ধতামসের জাল পাশ্চাত্যদেশনিবাসীদে. সম্মুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। "যে দেশে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের ন্যায় লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে প্রকার কদাচারপূর্ণ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সেই প্রকার? অথবা কুচক্রীরা আমাদিগকে এতদিন ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল?"—এ প্রশ্ন স্বতঃই পাশ্চাত্য মনে সমুদিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শন-সাহিত্যসাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক ম্যাক্ষমুলর যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরিত অতি ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে নাইনটীন্থ সেঞ্চুরীতে প্রকাশ করিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

মিশনরী মহোদয়েরা হিন্দু দেবদেবীর অতি অযথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যে যে যথার্থ ধার্ম্মিকলোক কখন উদ্ভূত হইতে পারে না—এইটি প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল আর পূর্ব্বোক্ত

ভাব্বার কথা।

বগ্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি সম্প্রসারণরূপ প্রবল অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি?

অবশ্য দুই দিক্ হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর পতিত হইল। বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন—এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। এবারও হেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আততায়িগণকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিবার জন্য ও উক্ত মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম্ম যাহাতে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে সেই জন্য, তাঁহার অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ পূর্ব্বক "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া উহার 'রামকৃষ্ণ' নামক অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন ঃ—

"উক্ত মহাপুরুষ ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তথায় তাঁহার শিষ্যেরা মহোৎসাহে তাঁহার উপদেশ প্রচার করিতেছেন এবং বহুব্যক্তিকে, এমন কি, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্য হইতেও রামকৃষ্ণ মতে আনয়ন করিতেছেন, একথা আমাদের নিকট আশ্চর্য্যবৎ এবং কষ্টে বিশ্বাস-যোগ্য........তথাপি প্রত্যেক

মনুষ্যহৃদয়ে ধর্ম্ম-পিপাসা বলবতী, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মক্ষুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে চাহে। এই সকল ক্ষুধার্ত্ত প্রাণে রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে আসে না (বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়)।………অতএব, রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মানু-চারীদের যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত যদ্যপি হয়, তথাপি যে ধর্ম্ম আধুনিক সময়ে এতাদৃশী সিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যাহা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্যতার সহিত জগতের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শন বলিয়া ঘোষণা করে, এবং যাহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদশেষ বা বেদের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মদাদির অতিযত্নের সহিত মনঃসংযোগার্হ।" *

এই পুস্তকের প্রথম অংশে 'মহাত্মা'পুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, সন্ন্যাসী, যোগ, দয়ানন্দসরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা—রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর অবতরণ করা হইয়াছে।

---

* The Life and Sayings of Ramakrishna by Prof. Max Muller PP. 10 and 11.

অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে, যে দোষ আপনা হইতেই আসে—অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া—সেই দোষ এ জীবনীতে প্রবেশ করে। তজ্জন্য ঘটনাবলী সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ সাবধানতা। বর্ত্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস—তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি-উদুখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্ষমুলার ভুলেন নাই এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরমুখে দুইচারিটি কঠোর-মধুর কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রী-কাতর ও ঈর্ষ্যা-পূর্ণ বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তক-মধ্যে অবস্থিত। এ জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা—"প্রকৃত মহাত্মা" নামক প্রবন্ধে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অতি যত্নে আবরিত। একদিকে মিশনরি, অন্য দিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল—এ উভয় আপদের

মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। "প্রকৃত মহাত্মা" উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে ; আনন্দের বিষয়—তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, ইতরতা নাই, আর গালাগালি সভ্য ইংলণ্ডের ভদ্রলেখক কখনও করেন না; কিন্তু বর্ষীয়ান্ মহা পণ্ডিতের উপযুক্ত ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষ-শূন্য অথচ বজ্রবৎ দৃঢ় স্বরে মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

আক্ষেপগুলিও আমাদের বিস্ময়-কর বটে। ব্রাহ্ম-সমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে—শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট ; আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব্ব বালবৎ কামগন্ধ-হীনতার জন্য ঐ সকল শব্দপ্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে। অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ !!

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক উত্তর দিয়েছেন যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া

।ন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্ত্যমাধে ছিলেন, তাঁহার সদৃশী স্ত্রী, পতিকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকুমার ব্রহ্মচারিণী-রূপে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। আরও বলেন যে, শরীর-সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ? "আর শরীর-সম্বন্ধ না রাখিয়া ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া ব্রহ্মচারী পতি যে পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, এ বিষয়ে উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীরা সফলকাম হয় নাই, আমরা মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।" * অধ্যাপকের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্ম্মসহায় ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতে পারেন এবং ভারত বর্ষে যে এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন—আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।

---

* The Life and Sayings of Ramakrishna by Prof. Max Muller PP. 65.

আবার অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না—ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর ; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

আহা! কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরৎ ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরও অভিযোগ, মদ্যপানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! একটু মদ খেয়েছে ব'লে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না, এই না অর্থ?—দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁর স্বরে কেন কথা কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ—আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!!

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে!! যাক্ রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতি-সহায়ে উঠিতে হয়।

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ পুস্তকের অধিক

স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ উক্তিগুলি যে, সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের মধ্যে অনেক ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, তাহা পুস্তকের ক্ষিপ্র বিক্রয় দেখিয়াই অনুমিত হয়। উক্তিগুলি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বলিয়া মহাশক্তিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই নিশ্চিত সর্ব্বদেশে আপনাদের ঐশী শক্তি বিকাশ করিবে। 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন—তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যও অত্যাশ্চর্য্য।

আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার আমাদিগকে স্বীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম্ম দ্বারা উন্নত, এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত, করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময়বিশেষে তথাপি বলিতে হয়—আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি আমাদের লাভ, কিন্তু ঐ স্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের অসাধ্য—যে জ্ঞান ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গ বিসর্জ্জন করা ত দূরের কথা। যাঁহারা বুঝিয়াছেন এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি

যে, শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্য্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদ্‌গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্য্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।

যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ, দরিদ্র, পূজারি ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারি সপ্তসমুদ্র পার পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃ-পিতামহাগত সনাতন ধর্ম্মের জয়ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্ব্ব-লোকমান্য শূরবীর মহাপণ্ডিত আপনারা—আপনারা ইচ্ছা করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা—আমরা পুষ্প-চন্দন-হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্র-জীবী ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্ব-বিদ্যাশ্রয়—আপনারা উঠুন, অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগ দেখান—আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্‌গমন করি। আর যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাস-জাত-সুলভ

ঈর্ষ্যা ও দ্বেষে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর-প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে—হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্ম্মতরঙ্গ— যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন—আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে, তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে; আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ কর?

শিবের ভূত।

(স্বামীজির দেহত্যাগের বহুকাল পরে স্বামীজির ঘরের কাগজ পত্র গুছাই-বার সময় তাঁহার হাতে লেখা এই অসমাপ্ত গল্পটি পাওয়া যায়)।

জর্ম্মানির এক জেলায় ব্যারণ "ক"য়ের বাস। অভিজাতবংশে জাত ব্যারণ "ক" তরুণ যৌবনে উচ্চপদ, মান, ধন, বিদ্যা এবং বিবিধ গুণের অধিকারী। যুবতী, সুন্দরী, বহুধনের অধিকারিণী, উচ্চকুলপ্রসূতা অনেক মহিলা ব্যারণ "ক"য়ের প্রণয়াভিলাষিণী। রূপে, গুণে, মানে, বংশে, বিদ্যায়, বয়সে, এমন জামাই পাবার জন্য কোন্ মা বাপের না অভিলাষ? কুলীনবংশজা এক সুন্দরী যুবতী, যুবা ব্যারণ "ক"য়ের মনও আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু বিবাহের এখনও দেরি। ব্যারণের মান ধন সব থাকুক, এ জগতে আপনার জন নাই, এক ভগ্নী ছাড়া। সে ভগ্নী পরমা সুন্দরী বিদুষী। সে ভগ্নী নিজের মনোমত সুপাত্রকে মাল্যদান কর্‌বেন— ব্যারণ বহুধনধান্যের সহিত ভগ্নীকে সুপাত্রে সমর্পণ কর্‌বেন—তার পর নিজে বিবাহ কর্‌বেন, এই প্রতিজ্ঞা। মা বাপ ভাই সকলের স্নেহ সে ভগ্নীতে, তাঁর বিবাহ না হলে, নিজে বিবাহ করে সুখী হতে চান না। তার উপর

ভাব্‌বার কথা।

এ পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, বিবাহের পর বর—মা, বাপ, ভগ্নী, ভাই—কারুর সঙ্গে আর বাস করেন না; তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র হন। বরং স্ত্রীর সঙ্গে শ্বশুর-ঘরে গিয়া বাস করা সমাজসম্মত, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর পিতা-মাতার সঙ্গে বাস কর্ত্তে কখনও আস্‌তে পারে না। কাজেই নিজের বিবাহ ভগ্নীর বিবাহ পর্য্যন্ত স্থগিত রয়েছে।

* * * *

আজ মাস কতক হলো সে ভগ্নীর কোনও খবর নাই। দাসদাসীপরিসেবিত নানাভোগের আলয়, অট্টালিকা ছেড়ে—একমাত্র ভাইয়ের অপার স্নেহবন্ধন তাচ্ছল্য করে—সে ভগ্নী, অজ্ঞাতভাবে গৃহত্যাগ কোরে, কোথায় গিয়েছে! নানা অনুসন্ধান বিফল। সে শোক ব্যারণ "ক"য়ের বুকে বিদ্ধশূলবৎ হয়ে রয়েছে। আহার বিহারে—আর তাঁর আস্থা নাই—সদাই বিমর্ষ, সদাই মলিনমুখ। ভগ্নীর আশা ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়জনেরা ব্যারণ "ক"য়ের মানসিক স্বাস্থ্য সাধনে বিশেষ যত্ন কর্ত্তে লাগ্‌লেন। আত্মীয়েরা তাঁর জন্য বিশেষ চিন্তিত—প্রণয়িনী সদাই সশঙ্ক।

* * * *

প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী। নানাদিগ্‌দেশাগত গুণিমণ্ডলী এখন প্যারিসে সমাবেশ—নানাদেশের কারুকার্য্য, শিল্প-রচনা, প্যারিসে আজ কেন্দ্রীভূত। সে আনন্দতরঙ্গের আঘাতে শোকে জড়ীকৃত হৃদয় আবার স্বাভাবিক বেগবান্ স্বাস্থ্য লাভ কর্‌বে, মন দুঃখচিন্তা ছেড়ে বিবিধ আনন্দ-জনক চিন্তায় আকৃষ্ট হবে—এই আশায়, আত্মীয়দের পরামর্শে বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে ব্যারণ "ক" প্যারিসে যাত্রা করিলেন।

———

ভাব্‌বার

ঈশা অনুসরণ।

(স্বামীজি আমেরিকা যাইবার বহুপূর্ব্বে ১২৯৬ সালে অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে Imitation of Christ নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকের 'ঈশা অনুসরণ' নাম দিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত পত্রের ১ম ভাগের ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা অবধি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদটি পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সমুদয় অনুবাদটিই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম। সূচনাটী স্বামীজির মৌলিক রচনা)।

সূচনা।

খ্রীষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খৃষ্ট-জগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন "রোম্যান্ ক্যাথলিক্" সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়—ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্ব্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহাপুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নর-নারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনী শক্তি বলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে—রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা এবং সাধন বলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—

তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন ?—যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহ-জগতের সমুদয় মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন ? পরবর্ত্তী লোকেরা অনুমান করিয়া "টমাস আ কেম্পিস্" নামক এক জন ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন, কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ নামধারী স্বদেশী বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি, যে মিশনরি মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি—'যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই,' তাঁহার শিষ্যেরা, তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া বিবাহের বরটি সাজিয়া এক পয়সার মা বাপ হইয়া—ঈশার জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না। এ অদ্ভুত বিলাসী, অতি দাম্ভিক, মহা অত্যাচারী, বেরুস এবং ব্রুমে চড়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান

সম্বন্ধে আমাদের যে অতি কুৎসিত ধারণা হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইবে।

"সব্‌সেয়ান্‌ কি একমত্‌" সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত "সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" প্রভৃতি উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্ত্তি, এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাঁহারা অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তকে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনের একটা সূত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব,—

'আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ'

সিদ্ধ পুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে টীকাকার ঋষি জৈমিনি বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।

যদি 'যবনাচার্য্য' প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ

ঈশা অনুসরণ।

পুরাকালে আর্য্যদিগের নিকট এতাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তসিংহের পুস্তক যে এদেশে আদর পাইবে না, তাহা বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠক-গণের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিব। আশা করি, রাশি রাশি অসার নভেল নাটকে বঙ্গের সাধারণ পাঠক যে সময় নিয়োজিত করেন, তাহার শতাংশের একাংশ ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যে সকল বাক্য "বাইবেল" সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে।

কিমধিকমিতি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"খ্রীষ্টের অনুসরণ" এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসারশূন্য পদার্থে ঘৃণা।

*　　*　　*　　*

১। প্রভু বলিতেছেন, "যে কেহ আমার অনুগমন করে, সে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিবে না"। (ক)

যদ্যপি আমরা যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি, তাহা হইলে খ্রীষ্টের এই কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ করাইতেছে যে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের অনুকরণ আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ক) যোহন ৮। ১২

He that followeth me &c.

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গীতা। ৭ অ-১৪।

আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

অতএব ঈশার জীবন মনন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। (ক)

২। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অন্য সকল মহাত্মাপ্রদত্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করে এবং যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত, তিনি ইহারই মধ্যে লুক্কায়িত "মান্না" (খ) প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এ প্রকার অনেক সময়ে হয় যে, অনেকেই খ্রীষ্টের সুসমাচার বারম্বার শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না, কারণ, তাহারা খ্রীষ্টের আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। অতএব যদ্যপি তুমি আনন্দ-হৃদয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্ট-বাক্যতত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সহিত

(ক) To meditate &c.

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনিঃ।

তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ॥ রামগীতা।

মুনি এই প্রকারে অহর্নিশি পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

(খ) ইস্রায়েলেরা যখন মরুভূমিতে আহারাভাবে কষ্ট পাইয়াছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর তাহাদের নিমিত্ত একপ্রকার খাদ্য বর্ষণ করেন—তাহার নাম "মান্না"।

ভাব্‌বার কথা।

তোমার জীবনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য স্থাপনের জন্য সমধিক যত্নশীল হও। (ক)

৩। "ত্রিত্ববাদ"(খ) সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় তোমার কি লাভ হইবে, যদি সেই সমস্ত সময় তোমার নম্রতার অভাব, সেই ঐশ্বরিক ত্রিত্বকে অসন্তুষ্ট করে?

নিশ্চয়ই উচ্চ বাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট করিতে পারে না; কিন্তু ধার্ম্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে। (গ)

(ক) But it happens &c.

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। গীতা।

শ্রবণ করিয়াও অনেকে ইহাকে বুঝিতে পারে না।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥

বিবেকচূড়ামণি—৬৪।

"ঔষধ" কথাটিতেই ব্যাধি দূর হয় না, অপরোক্ষানুভব ব্যতিরেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিলেই মুক্তি হইবে না।

শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরয়েৎ। মহাভারত।

যদি ধর্ম্ম আচরণ না কর, বেদ পড়িয়া কি হইবে?

(খ) খ্রীষ্টিয়ান মতে জনকেশ্বর (পিতা) পবিত্র আত্মা এবং তনয়েশ্বর (পুত্র) ইনি একে তিন তিনে এক।

(গ) Surely sublime language &c.

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ বিবেকচূড়ামণি—৬০।

অনুতাপে হৃদয়শল্য বরং ভোগ করিব,—তাহার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত বর্ণনা জানিতে চাহি না।

যদি সমগ্র বাইবেল এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপাবিহীন হও ? (ক)

"অসার হইতেও অসার, সকলই অসার, সার একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসা, সার একমাত্র তাঁহার সেবা।" (খ)

তখনই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান তোমার হইবে, যখন তুমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারকে ঘৃণা করিবে।

নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যার কৌশল মাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

(ক) কোরিন্থিয়ান ১৩।২

(খ) ইক্লিজিয়াষ্টিক ১।২ Vanity of vanities, all is vanity &c.

কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ
অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ॥

(মণিরত্নমালা)—শঙ্করাচার্য্য।

যাঁহারা তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশাশূন্য হইয়া একমাত্র শিবতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, তাঁহারাই সাধু।

ভাব্‌বার কথা।

৪। অসারতা—অতএব ধন অন্বেষণ করা এবং সেই নশ্বর পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করা।

অসারতা—অতএব মান অন্বেষণ করা ও উচ্চ পদ লাভের চেষ্টা করা।

অসারতা—অতএব শারীরিক বাসনার অনুবর্ত্তী হওয়া এবং যাহা অন্তে অতি কঠিন দণ্ড ভোগ করাইবে, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

অসারতা—অতএব জীবনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের ইচ্ছা করা।

অসারতা—অতএব পরকালের সম্বলের চেষ্টা না করিয়া কেবল ইহ জীবনের বিষয় চিন্তা করা।

অসারতা—অতএব, যথায় অবিনাশী আনন্দ বিরাজমান, দ্রুতবেগে সে স্থানে উপস্থিত হইবার চেষ্টা না করিয়া অতিশীঘ্র বিনাশশীল বস্তুকে ভালবাসা।

৫। উপদেশকের এ বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ কর—"চক্ষু দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, কর্ণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হয় না।" (ক)

পরিদৃশ্যমান পার্থিব পদার্থ হইতে মনের অনুরাগকে উপরত করিয়া অদৃশ্য রাজ্যে হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা

(ক) ইক্লিজিয়াষ্টিক্ ১।৮

প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা কর, যেহেতুক ইন্দ্রিয় সকলের অনুগমন করিলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলঙ্কিত হইবে এবং তুমি ঈশ্বরের কৃপা হারাইবে। (ক)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আপনার জ্ঞানসম্বন্ধে হীনভাব।

১। সকলেই স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে; কিন্তু, ঈশ্বরের ভয় না থাকিলে, সে জ্ঞানে লাভ কি?

আপনার আত্মার কল্যাণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, যিনি নক্ষত্র-মণ্ডলীর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে ব্যস্ত, সেই গর্ব্বিত পণ্ডিত অপেক্ষা কি যে দীন কৃষক বিনীতভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নহে?

(ক) Strive therefore &c.

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

মনুঃ।

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

ভাব্‌বার কথা।

যিনি আপনাকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন, তিনিই আপনার চক্ষে আপনি অতি হীন এবং তিনি মনুষ্যের প্রশংসাতে অণুমাত্রও আনন্দিত হইতে পারেন না। যদি আমি জগতের সমস্ত বিষয়ই জানি, কিন্তু আমার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে যে ঈশ্বর আমার কর্ম্মানুসারে আমার বিচার করিবেন, তাঁহার সমক্ষে আমার জ্ঞান কোন্ উপকারে আসিবে ?

২। অত্যন্ত জ্ঞান-লালসাকে পরিত্যাগ কর ; কারণ তাহা হইতে অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ এবং ভ্রম আগমন করে।

পণ্ডিত হইলেই বিদ্যা প্রকাশ করিতে এবং প্রতিভা-শালী বলিয়া কথিত হইতে বাসনা হয়।

এ প্রকার অনেক বিষয় আছে, যদ্বিষয়ক জ্ঞান আধ্যাত্মিক কোন উপকারে আইসে না এবং তিনি অতি মূর্খ, যিনি—যে সকল বিষয় তাঁহার পরিত্রাণের সহায়তা করিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া—এই সকল বিষয়ে মন নিবিষ্ট করেন।

বহু বাক্যে আত্মা তৃপ্ত হয় না, পরন্তু, সাধুজীবন অন্তঃকরণে শান্তি প্রদান করে এবং পবিত্র বুদ্ধি ঈশ্বরে সমধিক নির্ভর স্থাপিত করে।

৩। তোমার জ্ঞান এবং ধারণাশক্তি যে পরিমাণে অধিক, তোমার তত কঠিন বিচার হইবে; যদি সমধিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ তোমার জীবনও সমধিক পবিত্র না হয়।

অতএব, তোমার দক্ষতা এবং বিদ্যার জন্য বহু-প্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করিও না; বরং যে জ্ঞান তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে ভয়ের কারণ বলিয়া জান।

যদি এ প্রকার চিন্তা আইসে যে, তুমি বহু বিষয় জান এবং বিলক্ষণ বুঝ, স্মরণ রাখিও যে, যে সকল বিষয় তুমি জান না, তাহারা সংখ্যায় অনেক অধিক।

জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইও না; বরং আপনার অজ্ঞতা স্বীকার কর। তোমা অপেক্ষা কত পণ্ডিত রহিয়াছে, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানে তোমা অপেক্ষা কত অভিজ্ঞ লোক রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াও কেন তুমি অপরের পূর্ব্বদান অধিকার করিতে চাও?

যদি নিজ কল্যাণপ্রদ কোন বিষয় জানিতে এবং শিখিতে চাও, জগতের নিকট অপরিচিত এবং অকিঞ্চিৎ-কর থাকিতে ভালবাস।

৪। আপনাকে আপনি যথার্থরূপে জানা, অর্থাৎ আপনাকে অতি হীন মনে করা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং

ভাবুবার কথা।

উৎকৃষ্ট শিক্ষা। আপনাকে নীচ মনে করা, এবং অপরকে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তাহার মঙ্গল কামনা করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সম্পূর্ণতার চিহ্ন।

যদি দেখ, কেহ প্রকাশ্যরূপে পাপ করিতেছে, অথবা কেহ কোন অপরাধ করিতেছে, তথাপি, আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিও না।

আমাদের সকলেরই পতন হইতে পারে; তথাপি, তোমার দৃঢ় ধারণা থাকা উচিত যে, তোমা অপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল কেহই নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যের শিক্ষা।

১। সুখী সেই মনুষ্য, সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং নশ্বর শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সত্য স্বয়ং ও স্ব স্বরূপে যাহাকে শিক্ষা দেয়।

আমাদিগের মত এবং ইন্দ্রিয় সকল ভূয়শঃ আমাদিগকে প্রতারিত করে.; কারণ, বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বে :আমাদের দৃষ্টির গতি অতি অল্প।

গুপ্ত এবং গূঢ় বিষয় সকল ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া

লাভ কি? তাহা না জানার জন্য শেষ বিচার-দিনে (ক) আমরা নিন্দিত হইব না।

উপকারক এবং আবশ্যক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, স্ব-ইচ্ছায়—যাহা কেবল কৌতূহল উদ্দীপিত করে এবং অপকারক—এ প্রকার বিষয়ের অনুসন্ধান করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য; চক্ষু থাকিতেও আমরা দেখিতেছি না।

২। ন্যায়শাস্ত্রীয় পদার্থ-বিচারে আমরা কেন ব্যাপৃত থাকি? তিনিই বহু সন্দেহপূর্ণ তর্ক হইতে মুক্ত হয়েন, সনাতন (খ) বাণী যাঁহাকে উপদেশ করেন।

সেই অদ্বিতীয় বাণী হইতে সকল পদার্থ বিনিঃসৃত হইয়াছে, সকল পদার্থ তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, তিনিই আদি, তিনিই আমাদিগকে উপদেশ করেন।

তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ কিছু বুঝিতে পারে না; অথবা, কোন বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে পারে না।

তিনিই অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত,—তিনিই ঈশ্বরে সংস্থিত,

(ক) খ্রীষ্টীয় মতে মহাপ্রলয়ের দিন ঈশ্বর সকলের বিচার করিবেন এবং পাপ অথবা পুণ্যানুসারে নরক অথবা স্বর্গ প্রদান করিবেন।

(খ) এই বাণী অনেকটা বৈদান্তিক দিগের 'মায়া'র ন্যায়। ইনিই ঈশারূপে অবতার হন।

ভাব্‌বার কথা।

যাঁহার উদ্দেশ্য একমাত্র, যিনি সকল পদার্থ এক অদ্বিতীয় কারণে নির্দ্দেশ করেন এবং যিনি এক জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ দর্শন করেন ;

হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া লও।

বহু বিষয় পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া আমি অতি ক্লান্ত হইয়া পড়ি ; আমার সকল অভাব, সকল বাসনা, তোমাতেই নিহিত।

আচার্য্য সকল নির্ব্বাক্ হউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তব্ধ হউক ; প্রভো, কেবল তুমি বল।

৩। মানুষের মন যতই সংযত এবং অন্তঃপ্রদেশ হইতে সরল হয়, ততই সে গভীর বিষয় সকলে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে ; কারণ, তাহার মন আলোক পায়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য সকল কার্য্য করে, আপনার সম্বন্ধে কার্য্যহীন থাকে এবং সকল প্রকার স্বার্থশূন্য হয়, সেই প্রকার পবিত্র, সরল এবং অটল ব্যক্তি বহু কার্য্য করিতে হইলেও আকুল হইয়া পড়ে না! হৃদয়ের অনুন্মূলিত আসক্তি অপেক্ষা কোন্ পদার্থ তোমায় অধিকতর বিরক্ত করে বা বাধা দেয়?

ঈশ্বরানুরাগী সাধু ব্যক্তি অগ্রে আপনার মনে যে সকল বাহিরের কর্ত্তব্য করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন, সেই সকল কার্য্য করিতে তিনি কখনও বিকৃত আসক্তি-জনিত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হন না; পরন্তু, সম্যক্ বিচার দ্বারা আপনার কার্য্য সকলকে নিয়মিত করেন।

আত্মজয়ের জন্য যিনি চেষ্টা করিতেছেন, তদপেক্ষা কঠিনতর সংগ্রাম কে করে?

আপনাকে আপনি জয় করা, দিন দিন আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং ধর্ম্মে বর্দ্ধিত হওয়া, ইহাই আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য।

৪। এ জগতে সকল পূর্ণতার মধ্যেই অপূর্ণতা আছে এবং আমাদিগের কোন তত্ত্বানুসন্ধানই একেবারে সন্দেহরহিত হয় না।

গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা আপনাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করা ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিশ্চিত পথ।

কিন্তু বিদ্যা গুণমাত্র বলিয়া অথবা কোন বিষয়ের জ্ঞানদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলে, নিন্দিত নহে; কারণ, উহা কল্যাণপ্রদ এবং ঈশ্বরাদিষ্ট।

ভাব্‌বার কথা।

কিন্তু ইহাই বলা হইতেছে যে, সদ্‌বুদ্ধি এবং সাধু জীবন বিদ্যা অপেক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেকেই সাধু হওয়া অপেক্ষা বিদ্বান্ হইতে অধিক যত্ন করে; তাহার ফল এই হয় যে, অনেক সময় তাহারা কুপথে বিচরণ করে এবং তাহাদের পরিশ্রম অত্যল্প ফল উৎপাদন করে; অথবা নিষ্ফল হয়।

৫। অহো! সন্দেহ উত্থাপিত করিতে মানুষ যে প্রকার যত্নশীল, পাপ উন্মূলিত করিতে এবং পুণ্য রোপণ করিতে যদি সেই প্রকার হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে এবম্প্রকার অমঙ্গল এবং পাপ কার্য্যের বিবরণ থাকিত না এবং ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে এতাদৃশী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিত না।

নিশ্চিত শেষ বিচার দিনে কি পড়িয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; কি করিয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসিত হইবে। কি পটুতা সহকারে বাক্য বিন্যাস করিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; ধর্ম্মে কতদূর জীবন কাটাইয়াছি, ইহাই জিজ্ঞাসিত হইবে।

যাঁহাদের সহিত জীবদ্দশায় তুমি উত্তমরূপে পরিচিত ছিলে এবং যাঁহারা আপন আপন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল পণ্ডিত এবং অধ্যাপকেরা কোথায় বলিতে পার?

অপরে তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, তাহারা তাঁহাদের বিষয় একবার চিন্তাও করে না।

জীবদ্দশায় তাঁহারা সারবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, এক্ষণে কেহ তাঁহাদের কথাও কহেন না।

৬। অহো! সাংসারিক গরিমা কি শীঘ্রই চলিয়া যায়! আহা! তাঁহাদের জীবন যদি তাঁহাদের জ্ঞানের সদৃশ হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, তাঁহাদের পাঠ এবং চিন্তা কার্য্যের হইয়াছে।

ঈশ্বরের সেবাতে কোনও যত্ন না করিয়া, বিদ্যামদে এ সংসারে কত লোকই বিনষ্ট হয়!

জগতে তাহারা দীনহীন হইতে চাহে না, তাহারা মহৎ বলিয়া পরিচিত হইতে চায়; সেই জন্যই, আপনার কল্পনা-চক্ষে আপনি অতি গর্ব্বিত হয়।

তিনিই বাস্তবিক মহান্, যাঁহার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আছে।

তিনিই বাস্তবিক মহান্, যিনি আপনার চক্ষে আপনি অতি ক্ষুদ্র এবং উচ্চপদ লাভরূপ সম্মানকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন।

তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, যিনি খ্রীষ্টকে প্রাপ্ত হইবার

জন্য সকল পার্থিব পদার্থকে বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন।

তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হন এবং আপনার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কার্য্যে বুদ্ধিমত্তা।

১। প্রত্যেক প্রবাদ অথবা মনোবেগজনিত ইচ্ছাকে বিশ্বাস করা আমাদের কখনও উচিত নহে, পরন্তু, সতর্কতা এবং ধৈর্য্যসহকারে উক্তবিষয়ের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিবে।

আহা! আমরা এমনি দুর্ব্বল যে, আমরা প্রায়ই অতিসহজে অপরের সুখ্যাতি অপেক্ষা নিন্দা বিশ্বাস করি এবং রটনা করি।

যাঁহারা পবিত্রতায় উন্নত, তাঁহারা সহসা সকল মন্দ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না; কারণ, তাঁহারা জানেন যে, মনুষ্যের দুর্ব্বলতা মনুষ্যকে অপরের মন্দ রটাইতে এবং মিথ্যা বলিতে অত্যন্ত প্রবল করে।

২। যিনি কার্য্যে হঠকারী নহেন এবং সবিশেষ

বিপরীত প্রমাণ সত্ত্বেও আপন মতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা যাঁহার নাই, যিনি যাহাই শুনেন, তাহাই বিশ্বাস করেন না এবং শুনিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ রটনা করেন না, তিনি অতি বুদ্ধিমান্।

৩। বুদ্ধিমান্ এবং সদ্বিবেচক লোকদিগের নিকট হইতে উপদেশ অন্বেষণ করিবে এবং নিজ বুদ্ধির অনুসরণ না করিয়া, তোমা অপেক্ষা যাঁহারা অধিক জানেন, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া উত্তম বিবেচনা করিবে।

সাধুজীবন মনুষ্যকে ঈশ্বরের গণনায় বুদ্ধিমান্ করে এবং এই প্রকার ব্যক্তি যথার্থ বহুদর্শন লাভ করে। যিনি আপনাকে আপনি যত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন এবং যিনি যত পরিমাণে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, তিনি সর্ব্বদা তত পরিমাণে বুদ্ধিমান্ এবং শান্তিপূর্ণ হইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্র পাঠ।

১। (সত্যের অনুসন্ধান শাস্ত্রে করিতে হইবে, বাক্‌-চাতুর্য্যে নহে) যে পরমাত্মার প্রেরণায় বাইবেল লিখিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে বাইবেল সর্ব্বদা পড়া উচিত। (ক)

শাস্ত্র পাঠ কালে কূটতর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কল্যাণমাত্র অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

যে সকল পুস্তকে পাণ্ডিত্য সহকারে এবং গভীরভাবে-প্রস্তাবিত বিষয় লিখিত আছে, তাহা পড়িতে আমাদের যে প্রকার আগ্রহ, অতি সরলভাবে লিখিত যে কোন ভক্তির গ্রন্থে সেই প্রকার আগ্রহ থাকা উচিত।

গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধি অথবা অপ্রসিদ্ধি যেন তোমার মনকে বিচলিত না করে। কেবল সত্যের প্রতি তোমার ভালবাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তুমি পাঠ কর। (খ)

(ক) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"

তর্কের দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা যায় না,—শ্রুতিঃ।

(খ) "আদদীত শুভাং বিদ্যাং প্রযত্নাদবরাদপি।"

নীচের নিকট হইতেও যত্নপূর্ব্বক উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।

মনু।

কে লিখিয়াছে, সে তত্ত্ব না লইয়া, কি লিখিয়াছে, তাহাই যত্নপূর্ব্বক বিচার করা উচিত।

২। মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সত্য চিরকাল থাকে।

নানারূপে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিতেছেন, তাঁহার কাছে ব্যক্তিবিশেষের আদর নাই।

অনেক সময় শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে যে সকল কথা আমাদের কেবল দেখিয়া যাওয়া উচিত, সেই সকল কথার মর্ম্মভেদ ও আলোচনা করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এইপ্রকারে আমাদের কৌতূহল আমাদের অনেক সময় বাধা দেয়।

যদি উপকার বাঞ্ছা কর, নম্রতা সরলতা এবং বিশ্বাসের সহিত পাঠ কর এবং কখনও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা রাখিও না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অত্যন্ত আসক্তি।

১। যখন কোনও মনুষ্য কোন বস্তুর জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়,—তখনই তাহার আভ্যন্তরিক শান্তি নষ্ট হয়। (ক)

অভিমানী এবং লোভীরা কখনও শান্তি পায় না, কিন্তু অকিঞ্চন এবং বিনীত লোকেরা সদা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে।) যে মানুষ স্বার্থসম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ মৃত হয় নাই, সে শীঘ্রই প্রলোভিত হয় এবং অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় সকল তাহাকে পরাভূত করে। (খ)

(ক) ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

সঞ্চরমাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন যাহারই পশ্চাৎ গমন করে, সেইটিই, বায়ু জলে যে প্রকারে নৌকাকে মগ্ন করে, তদ্রূপ তাহার প্রজ্ঞা বিনাশ করে। ভগবদ্গীতা।

(খ) ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বাহ্য বস্তুর চিন্তা করিলে, তাহাদের সঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহা

যাহার আত্মা দুর্ব্বল এবং এখনও ।
ইন্দ্রিয়ের বশ এবং যে সকল পদার্থ কালে উৎ
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবের
যাহাদের সত্তা বিদ্যমান, সেই সকল বিষয়ে আসক্তি স্বন্ধে
সম্পন্ন, পার্থিব বাসনা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা,
তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। সেই জন্যই, যখন সে
অনিত্য পদার্থ সকল কোনও রূপে পরিত্যাগ করে,
তখনও সর্ব্বদা তাহার মন বিমর্ষ থাকে এবং কেহ তাহাকে
বাধা দিলে সহজেই ক্রুদ্ধ হয়।

তাহার উপর যদি সে কামনার অনুগমন করিয়া
থাকে, তাহা হইলে, তাহার মন পাপের ভার অনুভব
করে; কারণ, যে শান্তি, সে অনুসন্ধান করিতেছিল,
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরাভূত হইয়া, সে দিকে আর অগ্রসর
হইতে পারিল না।

অতএব, মনের যথার্থ শান্তি ইন্দ্রিয় জয়ের দ্বারাই হয়;
ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিলে হয় না। অতএব, যে ব্যক্তি

হইতে বাসনা এবং অতৃপ্ত বাসনায় ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ
হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতি ধ্বংস হয়। স্মৃতিধ্বংস হইলে,
নিত্যানিত্যবিবেক নষ্ট হয় এবং তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ পতন উপস্থিত
হয়। গীতা।

সুখাভিলাষী, তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, যে ব্যক্তি অনিত্য বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করে, তাহারও মনে শান্তি নাই; কেবল। যিনি আত্মারাম এবং যাঁহার অনুরাগ তীব্র, তিনিই শান্তি ভোগ করেন। (ক)

(ক) যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

যে সকল দৃঢ় পুরুষ সংযমী হইবার জন্য যত্ন করিতেছেন, অতি বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহাদেরও মনকে হরণ করে। গীতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে গত দুই বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য—১৷০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৲ টাকা। ২য় খণ্ড অর্থাৎ গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ১॥০; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৶০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদগুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ পৃষ্ঠার পার্শ্বে মার্জিন্যাল নোটরূপে দেওয়া হইয়াছে। আবার ঐ নোটগুলি সম্বলিত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তারিত সূচীপত্র গ্রন্থের প্রথমে দিয়া পুস্তকমধ্যগত কোনও বিষয় খুঁজিয়া লইতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীমাকালীর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং ৺শম্ভূচন্দ্র মল্লিকের তিনখানি হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে; এবং উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দির সম্বলিত সুন্দর ছবি, এবং মথুর বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, বলরাম বাবু এবং গোপালের মা প্রভৃতি ভক্তগণের ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উদ্বোধন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' পরিচালিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা। উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

উদ্বোধন গ্রন্থাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত।

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে।	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে।
	Rs. As.	Rs. As.
Rajayoga (2nd Edition)	1—	12
Jnanayoga "	1—8	1—3
Karmayoga "	12	8
Bhaktiyoga "	10	8
Chicago Address (4th Edi.)	6	5
The Science and Philosophy of Religion	1	12
A Study of Religion	1	12
Religion of Love	10	8
My Master (2nd edition)	8	6
Pavhari Baba	3	2
Thoughts on Vedanta	10	8
Realisation and its Methods	12	10
Christ, the Messenger	3	2
Paramahamsa Ramakrishna By P. C. Majumdar	2	1

My Master পুস্তকখানি ॥• আনায় লইলে "Paramahamsa Ramakrishna" বিনামূল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোষ্টেজ্ স্বতন্ত্র।

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে।	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে।
বাঙ্গালা রাজযোগ (৩য় সংস্করণ)	১৲	৸৹
„ জ্ঞানযোগ (৩য় সং)	১৲	৸৹
„ সন্ন্যাসীর গীতি (৩য় সং)	⁄৹	⁄৹
„ ভক্তিযোগ (৫ম সংস্করণ)	॥৵৹	॥৹
„ কর্ম্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	৸৹	॥৹
„ চিকাগো বক্তৃতা (৩য় সংস্করণ)	I⁄৹	I৹
„ ভাব্‌বার কথা (২য় সংস্করণ)	I৵৹	I৹
„ পত্রাবলী (২য় সংস্করণ)	॥৹	I৵৹
„ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৪র্থ সং)	॥৹	I৵৹
„ বীরবাণী (৪র্থ সং)	I৹	I৹
„ মদীয় আচার্য্যদেব	I৵৹	I⁄৹
„ পওহারী বাবা	৶৹	৵৹
„ ধর্ম্মবিজ্ঞান	১৲	৸৹
„ বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং)	I৹	I৹
„ ভক্তিরহস্য	॥৵৹	॥৹
„ ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং)	২৲	১৸৹
„ পরিব্রাজক (২য় সং)	৸৹	॥৹

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

ভারতে শক্তি পূজা।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধরূপে উদ্বোধনে মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থকার ইহাতে আরও অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়াছেন। মূল্য ॥৹ আনা। উদ্বোধন গ্রাহকবর্গের পক্ষে I৵৹ আনা।

প্রাপ্তি স্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত।

১৩১৮ সালের বৈশাখের উদ্বোধনে প্রকাশিত—"নিবেদিতা"-নামক প্রবন্ধটী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই। এই পুস্তকের সমস্ত লাভ সিষ্টার নিবেদিতা-প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের সাহার্য্যার্থ প্রদত্ত। বিদ্যালয়ে নিবেদিতা কি ভাবে মিশিতেন ও কাজ করিতেন তাহার একটী মনোজ্ঞ ও বিশদ চিত্র এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকে সিষ্টারের একখানি সুন্দর হাফটোন ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা প্রভৃতি সুন্দর। মূল্য ॥০ আট আনা।

বসুমতী বলেন—* * * * সুকবি শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর রচিত "নিবেদিতা"-নামক নব প্রকাশিত উপাদেয় পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যতগুলি রচনা পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার "নিবেদিতা" তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

সর্ব্বপ্রথমে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় নিবেদিতার ধর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা সরলা-বালার গঠিত নিবেদিতা প্রতিমার পুণ্যপ্রদীপ্ত মানসমন্দির ললাটে কোহিনূরের মত জ্বলিতেছে। * * সুতরাং আমরা আশা করি, সহৃদয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দেশের মঙ্গলাকাঙ্খী বাঙ্গালীমাত্রই অন্ততঃ এক এক খণ্ড "নিবেদিতা" কিনিয়া আত্মীয়-স্বজনকে পড়িতে দিবেন।—"নিবেদিতা"র ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। নিবেদিতার হাফটোন ছবিখানিও সুন্দর হইয়াছে।

* * * *

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন আফিস।

বীরবাণী।

অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী

সমুদয় কবিতার

সংগ্রহ।

তৃতীয় সংস্করণ।

মূল্য ।০ চারি আনা।

কলিকাতা,
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
স্বামী সত্যকাম
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৯।১২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, "নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

সাধারণের নিকট প্রকাশ যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিদ্বান্, বহুদর্শী, অদ্বিতীয় বক্তা, দেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমাধিযুক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রস্থিত স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার কবিত্বের উদ্বোধনী শক্তি, সে পরিচয় বীরবাণীর কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। বীরবাণীর দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন দেখিয়া বুঝা যায় যে, স্বামীজির সেই ভাবটী ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

কলিকাতা
সন ১৩১২।

বিবেকানন্দ সমিতি

৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার অনেকের অনুরোধে ইহার সংস্কৃত অংশটীর অন্বয়, শব্দার্থ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংস্কৃত মূলভাগের ছন্দ ও ব্যাকরণগত সমুদয় দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণ হইতে এই গুলির আকার কিছু পৃথক্ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন প্রায় শব্দগত, স্বামীজির ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য করা হয় নাই। 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম' নামক সংস্কৃত শ্লোকটী এবং আর একটী নূতন শিব সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইল। কবিতাগুলির অর্থবোধের সৌকর্য্যার্থে নূতন কতকগুলি ব্যাখ্যা ও পাদটীকাও সংযোজিত হইয়াছে। আর এই সংস্করণে স্বামীজির বীরবেশের এক খানি নূতন হাফটোন ছবিও দেওয়া হইল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। বিবেকানন্দ সমিতি

সূচিপত্র।

বীরবাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি।

(১)

ওঁ-হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ।

ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।

মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং।

তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১ ॥

অন্বয় ও শব্দার্থ।

ওঁ হ্রীং ত্বং (তুমি) ঋতং (সত্য) অচলঃ (স্থির) গুণজিৎ (গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণকে যিনি জয় করিয়াছেন) গুণেড্যঃ (নানা প্রকার গুণের দ্বারা ঈড্য অর্থাৎ স্তবের যোগ্য) যতঃ (যেহেতু) অহং (আমি) তব (তোমার) মোহঙ্কষং (মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান নিবারক) বহুকৃতং (পূজনীয়) পাদপদ্মং (পাদপদ্ম) সকরুণং (ব্যাকুলভাবে) নক্তন্দিবং (দিনরাত্রি) ন ভজে (ভজনা করিতেছি না) তস্মাৎ (সেই হেতু) [হে] দীনবন্ধো! ত্বম্ এব (তুমিই) মম (আমার) শরণং (আশ্রয়) ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।

ওঁ হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অথচ অগণন মনোহর গুণ-সমূহের দ্বারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু আমি তোমার অজ্ঞাননিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম কাতরভাবে দিনরাত্রি ভজনা করিতেছি না, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

ভ-ক্তি র্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি।
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্ত্রে স্থিতং হৃদি তু মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২ ॥

তে-জস্তরন্তি ঝটিতি ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ।
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩ ॥

ভবভেদকারি (সংসার নাশকারি) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভগঃ (বৈরাগ্য, জ্ঞান, বীর্য্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য) ভজনং চ (এবং ভজন) সুবিপুলং (অতি মহান্) তত্ত্বং (তত্ত্ব) গমনায় (প্রাপ্তির জন্য) অলং গচ্ছন্তি (পর্য্যাপ্ত হয়) [ইদং বচনং (এই বাক্য)] বক্ত্রে (মুখে) স্থিতং (রহিয়াছে) তু (কিন্তু) মে (আমার) হৃদি (হৃদয়ে) চ কিঞ্চিৎ (কিছু পরিমাণে) ন ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে না)। তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

ঋতপথে (সত্যের পথস্বরূপ) রামকৃষ্ণে ত্বয়ি (রামকৃষ্ণ তোমাতে) রাগে কৃতে (অনুরাগ করা হইলে) ত্বয়ি (তোমাতে) তৃপ্ততৃষ্ণাঃ (যাহার তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা তৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়াছে—পূর্ণকাম) [জনাঃ (লোকগণ)] ঝটিতি (শীঘ্র) তেজঃ (রজোগুণকে) তরন্তি (অতিক্রম করে) তব (তোমার) মর্ত্ত্যামৃতং (মর্ত্ত্য অর্থাৎ

সংসারনাশকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য এবং ভজন—এই গুলি থাকিলেই সেই অতি মহান্ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (কিন্তু এই কথা) মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছু-মাত্র প্রতিভাত হইতেছে না। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি।
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য।
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৪ ॥

মরণশীল নরলোকের অমৃত অর্থাৎ জীবনস্বরূপ) পদং (পদ) মরণোর্ম্মিনাশং (মৃত্যুরূপ ঊর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয়)। তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩ ॥

[হে] নাথ (প্রভো) তব (তোমার) কুহকান্তকারি (কুহক অর্থাৎ মায়া দূর-কারি) শিবং (মঙ্গলময়) সুবিমলং (অতি পবিত্র) ষ্ণান্তং ('ষ্ণ' যাহার অন্তে আছে —রামকৃ'ষ্ণ') নাম (নাম) কলুষং (পাপকে) কৃত্যং (করণীয় কার্য্য—পুণ্য) করোতি (করে) [হে] জগদেকগম্য (জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু) যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) তু অশরণঃ (নিরাশ্রয়)। তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ৪ ॥

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যে অনুরক্ত হয়, তাহার তোমাকে পাইয়াই সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, সুতরাং সে ব্যক্তি শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকের জীবনস্বরূপ তোমার পদ মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয়। অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, তোমার মায়াদূরকারি মঙ্গলময় অতি পবিত্র ষ্ণান্ত (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকেও পুণ্য করিয়া দেয়। হে জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৪ ॥

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১ ॥

---

(২)

যস্য (যাঁহার) প্রেমপ্রবাহঃ (প্রেমস্রোত) আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ (চণ্ডাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহত রয় অর্থাৎ বেগ যাঁহার) অহহ (আহা !) [যঃ (যিনি)] লোকাতীতঃ অপি (অমানুষ-স্বভাব হইলেও) লোককল্যাণমার্গং (লোকের কল্যাণের পথ) ন জহৌ (ত্যাগ করেন নাই) [যঃ (যিনি)] ত্রৈলোক্যে অপি (ত্রিভুবনেও) অপ্রতিম-মহিমা (যাঁহার মহিমার প্রতিমা অর্থাৎ তুলনা নাই) [যঃ (যিনি)] জানকীপ্রাণবন্ধঃ (সীতার প্রাণকে বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ সীতার পরম প্রেমাস্পদ) যঃ (যিনি) জ্ঞানং (জ্ঞানস্বরূপ) রামঃ (রামচন্দ্র) ভক্ত্যা সীতয়া (ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা) বৃতবরবপুঃ (যাঁহার বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বপু অর্থাৎ দেহ, বৃত অর্থাৎ আবৃত) ॥ ১ ॥

---

(১)

যাঁহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতবেগ অর্থাৎ চণ্ডালের প্রতিও যিনি প্রেম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আহা, যিনি অমানুষ-স্বভাব হইলেও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই (অর্থাৎ সর্ব্বদা লোকের কল্যাণচিন্তা ও অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিলেন) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকেও যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার পরম প্রেমাস্পদ, যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা আবৃত—॥ ১ ॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং সুঘোরং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥ ২ ॥

যঃ (যে) [কৃষ্ণ] বা আহবোত্থ্যং (যুদ্ধ হইতে উত্থিত) সুঘোরং (অতি ভয়ানক) প্রলয়কলিতং (প্রলয়প্রাপ্ত) [শব্দং (শব্দকে)] স্তব্ধীকৃত্য (স্তব্ধ করিয়া) প্রকৃতি-সহজাং (স্বাভাবিক) অন্ধতামিস্রমিশ্রাং (ঘোরতর অন্ধতমঃ স্বরূপ) রাত্রিং (অজ্ঞান-রজনীকে) হিত্বা (দূর করিয়া) শান্তং মধুরমপি (শান্ত ও মধুর) গীতং (গান—এখানে গীতাশাস্ত্র) সিংহনাদং (সিংহনাদস্বরূপ) জগর্জ (গর্জ্জন করিয়াছিলেন) সঃ (সেই) [পুরুষ এব (পুরুষ)] অয়ং (এই) প্রথিতপুরুষঃ (বিখ্যাত পুরুষ) রামকৃষ্ণঃ তু (রামকৃষ্ণরূপে) ইদানীং (এক্ষণে) জাতঃ (জন্মিয়াছেন)॥ ২ ॥

যে কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুল্য (হুহুঙ্কার) উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং (অর্জ্জুনের) স্বাভাবিক ঘোরতর অন্ধতামিস্ররূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শান্ত ও মধুর গীত অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র সিংহনাদস্বরূপে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—

সেই পুরুষই এই বিখ্যাতপুরুষ রামকৃষ্ণরূপে এক্ষণে জন্মিয়াছেন।

॥ ২ ॥

(৩)

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং

দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং

সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং

যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ১ ॥

---

(৩)

[হে] নরদেব (নরের মধ্যে দেবতা) দেব [হে] নরদেব জয় জয় (তোমার জয় হউক) শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং শক্তিসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তরঙ্গস্বরূপ। দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং (যিনি প্রেমের দ্বারা বিজৃম্ভিত অর্থাৎ প্রকাশিত, রঙ্গ অর্থাৎ লীলা দেখাইয়াছেন। সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং (সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্য যিনি মহা অস্ত্রস্বরূপ) ভববৈদ্যং (সংসাররূপ রোগের চিকিৎসকস্বরূপ) গুরুং শরণং যামি (গুরুর আশ্রয় লই) হে নরদেব দেব, নরদেব জয় জয় ॥ ১ ॥

---

(৩)

হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক। যিনি শক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গস্বরূপ, যিনি প্রেমের নানা লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্য অস্ত্রস্বরূপ, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥১॥

অদ্বয়ব্রহ্মসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামঃ।

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

অদ্বয়ব্রহ্মসমাহিতচিত্তং (দ্বিতীয়রহিত ব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত একাগ্র) প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং (অতি উজ্জ্বল ভক্তিরূপ পট অর্থাৎ বস্ত্রের দ্বারা যাঁহার বৃত্ত অর্থাৎ চরিত্র আচ্ছাদিত) কর্ম্মকলেবরং (কর্ম্মময় দেহ) অদ্ভুতচেষ্টং (যাঁহার চেষ্টা অর্থাৎ কার্য্যকলাপ অদ্ভুত) যামি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত সমাহিত, যাঁহার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি-রূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত (অর্থাৎ যাঁহার ভিতরে জ্ঞান, বাহিরে ভক্তি) যাঁহার দেহ কর্ম্মময় অর্থাৎ যিনি দেহের দ্বারা ক্রমাগত লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই। হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥ ২ ॥

শিবস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ শিবায়।

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্।
সুবিমলগগনাভে ত্বীশসংস্থেহপ্যনীশে
মম ভবতু ভবেহস্মিন্ ভাস্বরো ভাববন্ধঃ ॥ ১ ॥

ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) স্থাপকায় (প্রতিষ্ঠাতা) চ (এবং) সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে (যিনি সকল ধর্ম্মস্বরূপ) অবতারবরিষ্ঠায় (অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) রামকৃষ্ণায় তে নমঃ (রামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার) ॥

যত্র (যাঁহাতে) নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ (সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থেম অর্থাৎ স্থিতি, ভঙ্গ অর্থাৎ নাশ রূপ প্ররোহ অর্থাৎ অঙ্কুরসমূহ) অকলিত-মহিমানঃ (অকলিত অর্থাৎ অগণন, মহিমা অর্থাৎ বিভূতি) কল্পিতাঃ (কল্পিত হইয়াছে) তস্মিন্ অস্মিন্ (সেই এই) সুবিমলগগণাভে (সুনির্ম্মল আকাশতুল্য) তু ঈশসংস্থে অপি (ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইলেও) অনীশে (যাঁহার ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু নাই) ভবে (মহাদেবে) মম (আমার) ভাস্বরঃ (উজ্জ্বল, দৃঢ়) ভাববন্ধঃ (প্রেমরূপ বন্ধন) ভবতু (হউক) ॥ ১ ॥

যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সকল ধর্ম্মস্বরূপ, যিনি অবতার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই রামকৃষ্ণ তোমায় নমস্কার ॥

যাঁহাতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় রূপ অঙ্কুরসমূহ অসংখ্য বিভূতিরূপে কল্পিত, যিনি সুনির্ম্মল আকাশের তুল্য, যিনি জগতের ঈশ্বরস্বরূপে অবস্থিত হইলেও যাঁহার আর কেহ নিয়ন্তা নাই, সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক ॥ ১ ॥

নিহতনিখিলমোহেঽধীশতা যত্র রূঢ়া
প্রকটিতপরপ্রেম্ণা যো মহাদেবসংজ্ঞঃ।
অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
প্রণয়তি হৃদি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভুত্বম্ ॥ ২ ॥
বহতি বিপুলবাতঃ পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্ম্মিমালা।

নিহতনিখিলমোহে (সমুদয় মোহ যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতে) যত্র (যেখানে) অধীশতা (ঈশ্বরত্ব) রূঢ়া (প্রতিষ্ঠিত) প্রকটিতপরপ্রেম্ণা (প্রকাশিত পরম প্রেমের দ্বারা) যঃ (যিনি) মহাদেবসংজ্ঞঃ (মহাদেব সংজ্ঞা বা নাম যাঁহার) যস্য (যে) প্রেমরূপস্য (প্রেমস্বরূপের) অশিথিলপরিরম্ভঃ (অশিথিল অর্থাৎ দৃঢ়, যাহা শিথিল নহে, পরিরম্ভঃ অর্থাৎ আলিঙ্গন) হৃদি (হৃদয়ে) বিশ্বং (সমুদয়) বিভুত্বং (ঐশ্বর্য্যকে) ব্যাজমাত্রং (ছলনা বা মায়ামাত্র) প্রণয়তি (করিয়া দেয়) [তস্মিন্ অস্মিন্ ভবে মম ভাস্বরঃ ভাববন্ধঃ ভবতু—উহ্য করিতে হইবে] ॥ ২ ॥

পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ (পূর্ব্বসংস্কাররূপ) বিপুলবাতঃ (প্রবল বায়ু) বহতি (প্রবাহিত হইতেছে) [সঃ (উহা)] ঘূর্ণিতা (ঘূর্ণায়মান) উর্ম্মিমালা ইব (তরঙ্গসমূহের ন্যায়) বলবৃন্দং (বলবান্ ব্যক্তিদিগকে) বিদলতি (দলিত করিতেছে) যুষ্মদস্মৎ প্রতীতম্ (তুমি আমি রূপে প্রতিভাত) খলু যুগ্মং (দ্বন্দ্ব) প্রচলতি (চলিতেছে) অতি-

---

যিনি সমুদয় অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন, যাঁহাতে ঈশ্বরত্ব রূঢ় (স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত), যিনি (হলাহল পান করিয়া জগতের জীবগণের প্রতি) পরম প্রেম প্রকাশ করাতে মহাদেব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, প্রেমস্বরূপ যাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গনে সমুদয় ঐশ্বর্য্যই আমাদের হৃদয়ে মায়ামাত্ররূপে প্রতিভাত হয় (সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক) ॥ ২ ॥

প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্ ॥ ৩ ॥
জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্ ॥ ৪ ॥

বিকলিতরূপং (অতিশয় বিকৃতরূপ) শিবস্থম্ (শিব অর্থাৎ ব্রহ্মের উপরে অবস্থিত) চিত্তং (চিত্তকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে) [অহং (আমি)] নৌমি (বন্দনা করি) ॥ ৩ ॥

জনকজনিতভাবঃ (কার্য্যকারণভাব) চ (এবং) সংস্কৃতাঃ (নির্ম্মল) বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসমূহ) অগণনবহুরূপাঃ (অসংখ্য নানারূপ) [সন্তি (আছে)] যত্র (যেখানে) চ একঃ (একবস্তুই) যথার্থঃ (সত্য) শমিতবিকৃতিবাতে (বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে) যত্র (যেখানে) অন্তঃ (ভিতর) চ (এবং) বহিঃ (বাহির) ন (নাই) অহহ (আহা) তং (সেই) চিত্তবৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির) নিরোধম্ (নিরোধস্বরূপ) হরং (মহাদেবকে) [অহং (আমি)] ঈড়ে (স্তব করি) ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বসংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘূর্ণায়মান তরঙ্গসমূহের ন্যায় উহা বলবান্ ব্যক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে। তুমি-আমিরূপে প্রতিভাত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই ব্রহ্মের উপর অবস্থিত অতিশয় বিকৃতরূপ চিত্তকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কার্য্যকারণভাব এবং নির্ম্মল বৃত্তিসমূহ অসংখ্য নানারূপ হইলেও যেখানে একবস্তুই যথার্থ, বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে যেখানে ভিতর ও বাহির নাই, আহা, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি স্তব করি ॥ ৪ ॥

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ ।
যমিজনহৃদিগম্যঃ নিষ্কলো ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ ॥ ৫ ॥
দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্ ।

গলিততিমিরমালঃ (যাঁহা হইতে [অজ্ঞানরূপ] তিমিরমাল অর্থাৎ অন্ধকার-সমূহ, গলিত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে) শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ (শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ) ধবলকমলশোভঃ (শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় যাঁহার শোভা) জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ (জ্ঞানসমূহই যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ) যমিজনহৃদিগম্যঃ (যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাপ্য) নিষ্কলঃ (যিনি অংশরহিত অর্থাৎ অখণ্ডস্বরূপ) ধ্যায়মানঃ (ধ্যাত হইয়া) সঃ (সেই) মানসঃ রাজহংসঃ (মন [রূপ সরোবরের] মধ্যে অবস্থিত রাজহংস [রূপী শিব]) প্রণতং (প্রণত) মাং (আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন) ॥ ৫ ॥

দুরিতদলনদক্ষং (পাপ নাশ করিতে সমর্থ) দক্ষজাদত্তদোষং (দক্ষজা অর্থাৎ দক্ষকন্যা সতী যাঁহাকে [কখন] দোষ দেন নাই অথবা সতী যাঁহাকে দোঃ অর্থাৎ পাণি দান করিয়াছিলেন—সতীর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সতীপতি) কলিত-কলিকলঙ্কং (যিনি কলির দোষসমূহকে নষ্ট করিয়াছেন) কম্রকহ্লারকান্তম্ (সুন্দর কহ্লার পুষ্পের ন্যায় যিনি মনোহর) পরহিতকরণায় (পরের হিত করিবার জন্য) প্রাণবিচ্ছেদসূৎকং (প্রাণ ত্যাগ করিতে যিনি সর্ব্বদা উৎসুক) নতনয়ননিযুক্তং

যাঁহা হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ নষ্ট হইয়াছে, শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ, যিনি শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানসমূহই যাঁহার অট্টহাস্যস্বরূপ, যিনি সংযমী ব্যক্তির হৃদয়-প্রাপ্য, যিনি অখণ্ডস্বরূপ, আমার দ্বারা ধ্যাত হইয়া সেই মনোরূপ সরোবরের রাজহংসরূপী শিব প্রণত আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

পরহিতকরণায় প্রাণবিচ্ছেদসূৎকং
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥ ৬ ॥

অম্বা-স্তোত্রম্ ।

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ ।

(নত—প্রণত অর্থাৎ নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি যাঁহার নয়ন নিযুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের কল্যাণের জন্য সতত চিন্তা করিতেছেন) নীলকণ্ঠং (জগতের কল্যাণার্থ বিষপান দ্বারা যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সেই মহাদেবকে) [বয়ং (আমরা)] নমামঃ (প্রণাম করি) ॥ ৬ ॥

[হে] শুভে (কল্যাণময়ি) শিবকরে (কল্যাণকারিণি) সুখদুঃখহস্তে (সুখ ও দুঃখ উভয়ই যাঁহার হস্তস্বরূপ) মাতঃ, ত্বং (তুমি) কা (কে) ? ভবজলং (সংসাররূপ জল) প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ (প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা) আঘূর্ণিতং (ঘূর্ণায়মান হইতেছে) । [ত্বং (তুমি)] কিং (কি) সদা এব (সর্ব্বদাই) বিশ্বে (জগতে) বহুধা (নানা-

---

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্যা সতী যাঁহাতে কখন দোষ-দর্শন করেন নাই অথবা সতী যাঁহাকে পাণিপ্রদান করিয়াছিলেন, যিনি কলিদোষসমূহ নাশ করেন, যিনি সুন্দর কহ্লার পুষ্পের ন্যায় মনোহর, পরের কল্যাণার্থ যিনি প্রাণত্যাগ করিতে সর্ব্বদা উৎসুক, নিম্নাধিকারী বা প্রণত ব্যক্তিগণের কল্যাণ করিবার জন্য যাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ ১ ॥
সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিয়ং ধৃতকর্ম্মপাশা ॥ ২ ॥

প্রকারে) বিভগ্নাং (ভগ্ন হইয়া গিয়াছে যে) শান্তিং (শান্তি) বিধাতুং (বিধান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য) ইহ (এখানে) প্রযত্নপরমা (যত্নপর) অসি (হইতেছ)? ১ ॥

যা (যে) তু অবিরামবৃত্তা (নিয়ত ক্রিয়াশীলা) অবিরতং (সর্ব্বদা) কৃতফলং (কৃতকর্ম্মের ফল) সম্পাদয়ন্তী (সংযোজনা করিয়া) বৈ স্থিতা (অবস্থিতা) [যা (যিনি)] তু অকৃতস্য (মুক্তি পদের) নেত্রী (যিনি লইয়া যান) সা (সেই) ভবানী (শিবা) মে (আমার প্রতি) অনুদিনং (প্রতিদিন, সর্ব্বদা) বরদা (বরপ্রদান-কারিণী) ভবতু (হউন) অহং (আমি) ধ্রুবং (নিশ্চিত) জানামি (জানি) ইয়ং (ইনি) ধৃতকর্ম্মপাশা (যিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন) ॥ ২ ॥

হে কল্যাণময়ি মাতঃ, সুখ ও দুঃখ তোমার হস্তদ্বয়, তুমি কে? সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তুমি কি সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখানে যত্নপর হইতেছ? ১ ॥

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী সর্ব্বদা কৃতকর্ম্মের ফল সংযোজনা করিয়া অবস্থিতা, (যাঁহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে) যিনি মোক্ষ-পদে লইয়া যান, সেই ভবানী আমার প্রতি সর্ব্বদা বরপ্রদায়িনী হউন। আমি নিশ্চিত জানি, তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২ ॥

কিং বা কৃতং কিমকৃতং ক কপাললেখঃ
কিং কর্ম্ম বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ।
ইচ্ছাগুণৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যাঃ সদা ভবতু সা শরণং মমাদ্যা ॥ ৩ ॥
সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।

ভোঃ (হে) [জনাঃ (নরগণ)] যাং (যাঁহাকে) বিনা (ব্যতীত) কিং বা কৃতং (পুণ্যই বা কি) কিং (কি) অকৃতং (অকর্ম্ম বা পাপ) ক (কোথায়) কপাললেখঃ (কপালের লেখা) কিং বা (কি বা) কর্ম্মফলং (কর্ম্ম ও ফল) ইহ (এই জগতে) অস্তি (আছে) হি যস্যাঃ (যাঁহার) স্বতন্ত্রৈঃ (স্বাধীন) ইচ্ছাগুণৈঃ (ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা) নিয়মাঃ (নিয়মসমূহ) নিয়মিতাঃ (পরিচালিত) সা (সেই) আদ্যা (আদিকারণস্বরূপা দেবী) মম (আমার) সদা (সর্ব্বদা) শরণং (আশ্রয়-স্বরূপ) ভবতু (হউন) ॥ ৩ ॥

ইহ (এই সংসারে) যস্যাঃ (যাঁহার) অমিতশক্তিশালাঃ (অপরিমিত শক্তি-শালী) বিভূতয়ঃ (বিভূতিসমূহ) জনিমৃত্যুজালং (জন্মমৃত্যুজালরূপ) জলধিং (সমুদ্রকে) সন্তানয়ন্তি (বিস্তার করিতেছে) অবিকৃতং (অবিকারী বস্তুকে) বিকৃতং বিভগ্নম্ (বিকৃত ও ভগ্ন) সম্ভাবয়ন্তি (করিতেছে), বদ (বল) তাং (তাঁহাকে) ন আশ্রিত্য (আশ্রয় না করিয়া) কুতঃ (কোথায়) শরণং (আশ্রয়) ব্রজামঃ (লই) ? ৪ ॥

(হে নরগণ) এই জগতে যাঁহা ব্যতীত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অথবা কপালের লেখা বা কর্ম্ম বা ফল আর কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জুদ্বারা নিয়মসমূহ পরিচালিত, সেই আদিকারণ স্বরূপা দেবী সর্ব্বদা আমার আশ্রয়স্বরূপ হউন ॥ ৩ ॥

এই সংসারে যাঁহার অপরিমিত শক্তিশালী বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু-

যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৪ ॥
মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথ স্তব হস্তপাতঃ।
ছায়ামৃতে স্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥ ৫ ॥

তব (তোমার) পদ্মনেত্রং (পদ্মতুল্য চক্ষু) মিত্রে রিপৌ (বন্ধু ও শত্রুর প্রতি) তু অবিষমং (সমান) স্বস্থে (সুস্থ ব্যক্তিতে) অসুখে (অসুখী ব্যক্তিতে) তব (তোমার) তু অবিতথঃ (একভাবে) হস্তপাতঃ (হস্তপ্রদান) [হে] মাতঃ, মৃতেঃ (মৃত্যুর) ছায়া চ অমৃতং (এবং অমৃত বা জীবন) [এই উভয়ই] তব (তোমার) দয়া। [হে] পরমে (সর্ব্বাপেক্ষা যিনি উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ) তে (তোমার) শুভদৃষ্টয়ঃ (শুভদৃষ্টিসমূহ) মাং (আমাকে) ন মুঞ্চন্তু (পরিত্যাগ না করুক) ॥ ৫ ॥

জালরূপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে বিকৃত ও ভগ্ন করিতেছে, বল, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কাহার শরণ গ্রহণ করিব ? ৪॥

শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পদ্মনেত্র সমানভাবে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুখী দুঃখী সকল ব্যক্তিতে একভাবে তুমি হস্ত প্রদান করিতেছ। হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন এই উভয়ই তোমার দয়া। হে পরমে, তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে পরিত্যাগ না করুক ॥ ৫ ॥

কাম্বা শিবা ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীং।
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠম্
সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

[সা (সেই)] শিবা (মঙ্গলময়ী) অম্বা (মাতা) কা (কোথায়) হীনবুদ্ধেঃ মম (হীনবুদ্ধি আমার) গৃণনং (বাক্য) ক (কোথায়) ইব (যেন) দোর্ভ্যাং (দুই হস্ত দ্বারা) জগদ্বিধাত্রীং (জগতের বিধাত্রীকে) বিধর্তুং (ধরিতে) যামি (যাইতেছি) শ্রিয়া (লক্ষ্মীর দ্বারা) চিন্ত্যং (চিন্তনীয়) অভয়প্রতিষ্ঠং (অভয় অর্থাৎ মুক্তি যাহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্বরূপ) সেবাপরৈঃ (যাঁহারা সেবাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া জানেন—সেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা) অভিনুতং (বন্দিত) সুচরণং (সুন্দর পদে) শরণং (আশ্রয়) প্রপদ্যে (লইলাম) ॥ ৬ ॥

সেই কল্যাণকারিণী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার এই স্তববাক্যই বা কোথায় ? আমি আমার এই ক্ষুদ্র দুই হস্তদ্বারা জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মী যাহা চিন্তা করেন, যাহাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরায়ণ জনগণ যাহার বন্দনা করেন, আমি সেই সুন্দর পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম ॥ ৬ ॥

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥ ৭ ॥

যা (যিনি) মাম্ (আমাকে) চিরায় (চিরদিন ধরিয়া) আসিদ্ধিতঃ (সিদ্ধি-লাভ হওয়া পর্য্যন্ত) স্বকলিতৈঃ (নিজ কৃত) ললিতৈঃ (মনোহর) বিলাসৈঃ (লীলা দ্বারা) অতিদুঃখমার্গৈঃ (অতিশয় কষ্টের পথে) বিনয়তি (লইয়া যাইতেছেন) যা (যিনি) সততং (সর্ব্বদা) ধরণ্যাং (পৃথিবীতে) মে (আমার) মতিং (বুদ্ধিকে) সুবিদধে (সুন্দররূপে বিধান অর্থাৎ পরিচালন করিয়াছেন) সা (সেই) শিবা (কল্যাণময়ী) অম্বা (মাতা) সফলে (ফললাভ করিলেও) বা অফলে (অথবা ফললাভ না করিলেও) মম (আমার) গতিঃ (গতি) ॥ ৭ ॥

যিনি সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত চিরদিন আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলা দ্বারা অতিশয় দুঃখের পথে লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্ব্বদা পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে সুন্দররূপে পরিচালন করিয়াছেন, আমি সফলই হই আর নিষ্ফলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি ॥ ৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক।

মিশ্র—চৌতাল।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥
মোচন অঘদূষণ (১) জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার।
ভক্তার্জ্জন যুগল চরণ তারণ ভব-পার॥
জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর (২) জগদীশ্বর যোগ-সহায়।
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন (৩) করুণাঘন কর্ম্ম কঠোর (৪)।
প্রাণার্পণ জগত তারণ কৃন্তন কলিডোর (৫)॥
বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ॥

---

(১) মোচন অঘদূষণ—যিনি, দূষণ অর্থাৎ মানুষকে দূষিত করে এমন যে অঘ অর্থাৎ পাপ, তাহাকে মোচন করেন।

(২) জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর—যিনি যুগ-ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন।

(৩) ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন—যিনি দুঃখের গঞ্জনাকে ভঞ্জন অর্থাৎ দূর করিয়াছেন।

(৪) কর্ম্মকঠোর—কর্ম্মে যিনি কঠোর অর্থাৎ দৃঢ়—কর্ম্মবীর।

(৫) কৃন্তন কলিডোর—যিনি কলির বন্ধনকে ছেদন করিয়াছেন।

নির্ভয় গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিষ্কারণ ভকত শরণ ত্যজি জাতিকুলমান ॥ (১)
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায় ॥

[পূর্ব্বে উল্লিখিত গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু সুরের বিভিন্নতা জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে। . সেইজন্য স্বামীজি পরে উহার পরিবর্ত্তন করেন।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নমো নমো প্রভু বাক্য মনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার (২)।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল।]

---

(১) নিষ্কারণ......কুলমান—জাতিকুলমান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে আশ্রয় দান করেন।

(২) তমভঞ্জনহার—অজ্ঞানদূরকারী।

শিব সঙ্গীত।

(১)

কর্ণাট—একতাল।

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বোম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।

———

(২)

তাল—সুরফাঁকতাল।

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিণাকপাণি॥
ঊর্দ্ধ জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল।
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনি॥

———

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত।

মুলতান—ঢিমা ত্রিতালী।

মুঝে বারি বনয়ারী সেঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দেরে সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)॥
মেরা বনয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরায়ি সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সেঁইয়া)॥
যমুনাকি নীরে, ভরেঁ। গাগরিয়া
জোরে (১) কহত সেঁইয়া
যানেকো দে॥

---

(১) জোরে—জোড় হাত করিয়া ; করজোড়ে।

সৃষ্টি।

খাম্বাজ—চৌতাল।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত-আগামী-কাল-হীন
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায় ॥ (১)
তথা হতে বহে কারণ ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজ্জালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ ॥
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥

---

(১) তিনি এক, তিনি সাকার নিরাকারের পার, নামবর্ণহীন, কালত্রয়ের অতীত, তিনি দেশের অতীত, তিনি সর্ব্বভাবের অতীত, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া যাইতে যাইতে যেথানে অবাক্ হইয়া বিরামলাভ করিতে হয়, তিনি তাহাই।

তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

প্রলয় বা গভীর সমাধি।

বাগেশ্রী—আড়া।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

সখার প্রতি।

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা সুখ ইচ্ছ' মতিমান্ ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ,' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?
সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপার্জ্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্ম্মর-মূরতি তাকি সয় ?
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।

---

(১) যেখানে ক্রন্দনটাই শিশুর জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ, সেখানে বুদ্ধিমান্ কখনও সুখ প্রত্যাশা করেন না। এই সংসার মায়ার রাজ্য কি না, তাই সমস্ত বিপরীত দেখি—যথা দুঃখে সুখ অনুভব ইত্যাদি। এখানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

(২) নরক, কদর্য্য স্থান, দুঃখের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, সুন্দর স্থান, আনন্দভূমি বলিয়া বোধ হয়। সেই একই ভাব,—'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি।

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয় ;
নদীতীর পর্ব্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জ্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপার—
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম,'—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব,' 'দেব' বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে ! প্রেমের প্রেরণ !!
হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে ?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্ত্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নি শিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও," যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"।

[এই কবিতায় কোমল ও কঠোর ভাবের চিত্র পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। কোমলতা সকলের প্রিয়, তাহাও বলা হইয়াছে—"মন চায় হাসির হিন্দোল......" ইত্যাদি। কঠোরভাব কেহ চায় না, সকলেই উহা হইতে দূরে থাকিতে চায়। কিন্তু কোমলপ্রাণতা যদি দারিদ্র, দুঃখ, রোগ, মহামারী ইত্যাদি দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হয়, তবে সে কোমলতা যে যথার্থই দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা ও উহাকে দূর করিয়া সদাই মৃত্যুকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত থাকাই যে বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং এইরূপ কঠোর ভাবুকের হৃদয়ে যে শ্যামা নৃত্য করেন, তাহা অপূর্ব্ব ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।]

ফুল্ল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিনী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, (১) লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাব রাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশ নিস্বন, মহারণ, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলি জ্বালা।
ফেনময়, গর্জ্জি মহাকায়, উর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বত চূড়া॥

---

(১) স্বরময় পতত্রিনিচয়—পক্ষিসমূহের যেন স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, উহারা যেন কতকগুলি স্বরের সমষ্টিস্বরূপ।

ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে ॥

শোভাময় মন্দির আলয়, হ্রদে নীলপয়, তাহে কুবলয় শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী ॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে ॥
বিম্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর, বাঞ্ছা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাখী ॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝরর্ ঝরর্ দামামা নকাড়, বীর দাপে
কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম, বন্দুকের কড়কড়া ॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার
ঘোড়া হাতী ॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে ॥

---

(১) মদ। দ্রাক্ষাফলের রস (হৃদয়-রুধির) হইতে মদ প্রস্তুত হয়; উহা গ্লাসে ঢালিলেই উপরটা সাদা ফেনাযুক্ত হয় ও মৃদু মৃদু শব্দ করে।

আগে যায় বীর্য্য পরিচয় পতাকানিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার।
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপন জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥১
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া। (২)
করালিনি কর কর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

---

(১) প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর.........ভালো—চন্দ্রের প্রাণ সূর্য্য। কিন্তু সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্রই সকলের ভাল লাগে! কোমল ভাব এতই সকলের প্রিয়!!

(২) সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী.........মায়ার ছায়া—প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণই যেমন সত্য স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ যেমন তাহারই ছায়ামাত্র, রুদ্রভাবই সেইরূপ যথার্থ সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, আর কোমলভাব (সুখবনমালী) সেই রুদ্রভাবের ছায়ামাত্র। সুখবনমালী—অন্য কোন ভাবরাহিত্য বশতঃ বিলাসভাবোদ্দীপক। এই সকল ভাব আপাতমধুর হইলেও প্রাণদ, বলদ নহে।

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী ॥(১)
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে ॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি পূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা ॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্ম কথা বলি কাকে? (২)
ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া।

---

(১) মুণ্ডমালা......দানবজয়ী—কেবল মাত্র 'সুখময়' ভাবে কতদূর কাপুরুষত্ব আসিতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। শ্যামা মায়ের সাধন করিতে যাইয়া মার মুণ্ডমালা দেখিয়া 'ভয়ে ফিরে চায়' আর 'নাম দেয় দয়াময়ী'। অপিচ মাকে ভয়ে 'দানবজয়ী' বলে। এখানে সাধকের শ্যামা মায়ের উপর প্রেম, প্রীতি নাই—আছে তাহার স্থানে ভয়, কাপুরুষত্ব। শ্যামা তখন 'মা' নন, পরন্তু 'দয়াময়ী' ও 'দানবজয়ী'।

(২) ছাগকণ্ঠ......কাকে—বলি দিতে গিয়া রক্ত দেখিয়া ভয়ে কম্পিতদেহ। ভয়, অবসাদ ইত্যাদি দুর্ব্বলতার লক্ষণ। প্রেমে মানুষকে নির্ভীক করে। এদিকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় হয়ত কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই পূজার আয়োজন কিন্তু রক্ত দেখিয়াই ভয়ে অস্থির!!

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়,তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

'গাই গীত শুনাতে তোমায়।

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে ?

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপতপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে ;
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।
চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়, (১)
কেন বা দেখিবে ?
দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে।
ছেলে খেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্ব্বাক্ আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।

---

(১) চক্ষু দেখে......আপনায় সমস্ত বিশ্বকে দেখিয়া চক্ষু আর আপনাকে দেখিতে চায় না। কারণ পরে বর্ণিত হইয়াছে।

তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।
সিন্ধুরোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্র সূর্য্যে তোমার বচন,
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এ সকল সত্য কথা।
কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,
তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা।

সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,
কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস
ধূমকেতু বিজলি আভাস,
সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,
ভঙ্গ যথা তরঙ্গ লীলার
বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,

জন্ম জরা জীবন মরণ,
সুখ দুখ দ্বন্দ্ব ভরা
কেন্দ্র যার অহমহমিতি,
ভুজদ্বয়—বাহির অন্তর,
আসমুদ্র আসূর্য্যচন্দ্রমা,
আতারক অনন্ত আকাশ,
মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
দেব যক্ষ মানব দানব,
পশুপক্ষী কৃমি কীটগণ,
অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব,
সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।
স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,
কেশ যথা শিরঃপরে।

মেরুতটে হিমানী পর্ব্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি প্রকাশ।

উত্তর অয়নে বিবস্বান্
একীভূত সহস্র কিরণ
কোটি বজ্র সম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্চ্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটিসূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোস্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,

বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী ;
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কায।

"আমি বর্ত্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
প্রলয়ের কালে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ,

একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্ত্তমান।

'আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণ মণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু ;
লম্ফঝম্ফ আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস
চলে কেন্দ্র প্রতি দূর অতি দূর হতে ;
চেতন পবন তোলে উর্ম্মিমালা,
মহাভূত সিন্ধু পরে ;
পরমাণু আবর্ত্ত বিকাশ
আস্ফালন পতন উচ্ছ্বাস
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি।
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে।

ধায় গ্রহ তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস।

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশরচনা,
জড়জীব আদি যত।
মম আজ্ঞা বলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জ্জে মেঘ অশনি নিনাদ ;
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে ;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরা বপু ;
তোলে মুখ শিশিরবর্জ্জিত
ফুল্লফুল রবি পানে।"

To

H. H. THE MAHARAJAH OF KHETRI.

If the sun by the cloud is hidden, a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade ;
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim ;
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain.
Though hopes be blighted, powers gone,
Of thy loins shall come the heirs to all,
Then hold on yet a while brave soul,
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few
Yet theirs are the reins to lead,
The masses know but late the worth,
Heed none and gently guide.

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right.

Ever yours in the Lord
Vivekananda

REQUIESCAT IN PACE.*

Speed forth, O soul, upon thy star-strewn path,
Speed, blissful one ! where thought is ever free,
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee !

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of Love Transcendent find,
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like attar-roses, fill thy place behind !

---

* May he rest in peace.
On the death of J. J. Goodwin, an English disciple of Swamiji's.

Thy bonds are broke, thy quest in this is found ,
And one with That which comes as Death and Life,
Thou helpful one ! unselfish e'er on Earth,
Ahead, still help with love this world of strife !

Song of the Sannyasin.

Wake up the note ! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach ;
In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break ; where rolled the stream
Of knowledge, truth and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser ore ;
Love, hate—good, bad—and all the dual throng.
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free,
For fetters though of gold, are not less strong to bind ;
Then, off with them, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Let darkness go ! the wil-o'-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom,

This thirst for life, for ever quench ; it drags
From birth to death, and death to birth the soul.
He conquers all who conquers self. Know this
And never yield, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

"Who sows must reap," they say, and "Cause must bring
The sure effect. Good, good ; bad, bad ; and none
Escape the law. But whoso wears a form
Must wear the chain." Too true ; but far beyond
Both name and form is Atman ever free,
Know thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

They know no truth who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self ! whose father He ? whose child ?
Whose friend, whose foe is He who is but one ?
The Self is all in all, none else exists ;
And thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

There is but One—The Free—The Knower—Self !
Without a name, without a form, or stain.
In Him is Maya, dreaming all the dream.
The witness, He appears as nature, soul ;
Know thou art That, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world
Nor that can give. In books and temples
Vain thy search. Thine only is the hand that holds
The rope that drags thee on ; then cease lament ;
Let go thy hold, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Say peace to all. From me no danger be
To aught that lives. In these that dwell on high,
In those that lowly creep, I am the Self of all.
All life, both here and there, do I renounce,
All heavens, earths and hells, all hopes and fears.
Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Heed then no more how body lives or goes,
Its task is done, Let Karma float it down
Let one put garlands on, another kick
This frame : say naught. No praise or blame can be
Where praiser, praised, and blamer, blamed are one,
Thus be thou calm, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be ;
Nor he who owns however little, nor he

Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates,
So give these up, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. The rolling river be
Thou ever, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Few only know the truth, the rest will hate
And laugh at thee, great one ; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil, without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both ; Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

Thus, day by day, till Karma's powers spent
Release the soul for ever. No more is birth,
Nor I or thou, nor God or man. The I
Became the All, the All is I and bliss,
Know thou art that, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om" !

To The Awakened India.

Once more awake !
For sleep it was, not death, to bring thee life
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
Daring yet, the world in need awaits, O Truth !
No death for thee ;

Resume thy march,
With gentle feet that would not break the
Peaceful rest, even of the road-side dust
That lies so low. Yet strong and steady,
Blissful bold and free. Awakener, ever,
Forward ! Speak thy stirring words.

Thy home is gone,
Where loving hearts had brought thee up, and
Watched with joy thy growth. But Fate is strong
This the law—all things come back to the source
Their strength to renew.

Then start afresh,
From the land of thy birth, where vast cloud-belted,
Snows do bless and put their strength in thee,
For working wonders anew. The heavenly
River tunes thy voice to her own immortal song ;
Deodar shades give thee eternal peace.

And all above,
Himala's daughter Uma, gentle, pure,
The Mother that resides in all as power,
And Life, Who works all works, and
Makes of One the world, Whose mercy,
Opes the gate to truth and shows
The One in All, give thee untiring
Strength, which leads to Infinite Love.

They bless thee all,
The seers great whom age nor clime
Can claim their own, the fathers of the
Race, who felt the heart of Truth the same,
And bravely taught to man ill-voiced or
Well. Their servant, thou hast got
The Secret,—'tis but One.

Then speak, O Love !—
Before thy gentle voice serene behold how
Visions melt, and fold after fold of dreams
Departs to void, till Truth and Truth alone,
In all its glory shines.

And tell the world—
Awake, arise, dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,

Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

Angels Unawares.

I

One bending low with load—of life
That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
And wending on his way through dark and dismal paths,
Without a flash of light from brain or heart
To give a moment's cheer,—till the line
That marks out pain from pleasure, death from life,
And good from what is evil, was well-nigh wiped from sight—,
Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light
Descend to him. He knew not what or wherefrom,
But called it God and worshipped.

Hope, an utter stranger came to him, and spread
Through all his parts, and life to him meant more
Than he could ever dream, and covered all he knew,
Nay, peeped beyond this world. The sages

Winked, and smiled, and called it "superstition."
But he did feel its power and peace
And gently answered back
"O Blessed Superstition !"

II

One drunk with wine of wealth and power
And health to enjoy them both, whirled on
His maddening course,—till the earth (he thought
Was made for him, his pleasure-garden, and man,
The crawling worm, was made to find him sport),
'Till the thousand lights of joy,—with pleasure fed,
That flickered day and night before his eyes,
With constant change of colours,—began to blur
His sight, and cloy his senses ; till selfishness,
Like a horny growth, had spread all o'er his heart ;
And pleasure meant to him no more than pain,—
Bereft of feeling ; and life in sense,
So joyful, precious once, a rotting corps between his arms,
(Which he forsooth would shun, but more he tried, the more
It clung to him ; and wished, with frenzied brain,
A thousand forms of death, but quailed before the charm).
Then sorrow came,—and Wealth and Power went—
And made him kinship find with the human race
In groans and tears, and though his friends w'd laugh
His lips would speak in grateful accents,
"O Blessed Misery !"

III

One born with healthy frame,—but not of will
That can resist emotions deep and strong,
Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
And just the sort that pass as good and kind,
Beheld that *he* was safe, whilst others long
And vain did struggle 'gainst the surging waves.

Till, morbid grown, his mind could see,—like flies
That seek the putrid part,—but what was bad.
Then Fortune smiled on him, and his foot slipped.
That ope'd his eyes for e'er and made him find
That stones and trees ne'er break the law,
But stones and trees remain ; that man alone
Is blest with power to fight and conquer Fate,
Transcending bounds and laws.
From him his passive nature fell, and life appeared
As broad and new, and broader newer grew,
Till light ahead began to break, and glimpse of That
Where Peace Eternal dwells,—yet one can only reach
By wading through the sea of struggles,—courage-giving
came.
Then, looking back on all that made him kin
To stocks and stones, and on to what the world
Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,
And with a joyful heart, declared it
"Blessed Sin !"

KALI THE MOTHER.

The Stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring, whirling wind,
Are the souls of a million lunatics,
Just loose from prison-house,
Wrenching trees by the roots
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray
And swirls up mountain waves,
To reach the pitching sky—
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimmed and black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy.
Come, Mother, come.

For terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou 'Time' the All-Destroyer.
Come, O Mother, Come.

Who dares misery love,
And hug the form of death
Enjoy destruction's dance,
To him the Mother comes.

Peace.

Behold, it comes in might,
The Power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.
It is not joy nor sorrow,
But that which is between.
It is not night not morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music,
And pause in sacred art ;
The silence between speaking ;
Between two fits of passion.
It is the calm of heart.

It is beauty never loved,
And love that stands alone,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear drop goes,
To spread the smiling form.
It is the Goal of Life,
And Peace—its only home !

My Master পুস্তকখানি ॥৹ আনার লইলে "পরমহংস রামকৃষ্ণ" বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

বাঙ্গালা রাজযোগ (২য় সংস্করণ)	১৲	৸৹
„ জ্ঞানযোগ („)	১৲	৸৹
„ ভক্তিযোগ (৩য় সংস্করণ)	॥৵৹	।৵৹
„ কর্ম্মযোগ („)	যন্ত্রস্থ।	
„ চিকাগো বক্তৃতা (২য় সংস্করণ)	।৵৹	।৹
„ ভাব্‌বার কথা	।৵৹	৶৹
„ পত্রাবলী ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ) যন্ত্রস্থ।		
„ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৩য় সংস্করণ)	॥৹	।৵৹
„ পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ)	৸৹	॥৹
„ বীরবাণী (৩য় সংস্করণ)	।৹	।৹
„ ভারতে বিবেকানন্দ	১॥৹	১৲
„ বর্ত্তমান ভারত (২য় সংস্করণ)	।৹	।৹

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (পকেট এডিশন), স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, মূল্য ।৹, গীতা শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানূদিত পূর্ব্বার্দ্ধ ১৲, উত্তরার্দ্ধ ১।৹, পাণিনীয় মহাভাষ্য, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অনূদিত, মূল্য ৩।৹ টাকা।

এতদ্ব্যতীত মিশনের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ফটো ও হাফটোন্ ছবি সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—

উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন

বাগবাজার ; কলিকাতা।